চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 53 Monday, 22 January, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা ✱ ৭ মাঘ, ১৪৩০, সোমবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও। দেখানো হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানও। গান্ধী ভবনের সামনে স্ক্রিনিং হওয়ার কথা রয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

সন্ধ্যে নামলেই শিয়ালের দখলে গোটা গ্রাম, রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে ছাগল, মুরগি নিয়ে চম্পট দেয় এমনকি মানুষকে একা পেয়ে তার ওপর হামলা করে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

পুলিশ নয়, ওঝা ডেকে চোর ধরা হচ্ছে নন্দীগ্রামে, তাও আবার বি জে পি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সরকারি প্যাডে দেওয়া অনুমতি নিয়ে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

বাদোদরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সৌরাষ্ট্র এবং বিদর্ভের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ চলাকালীন অনন্য কীর্তি অর্জন করেছেন পূজারা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন সংহতি মিছিলে মমতার পাশে হাঁটবেন অভিষেক? তৃণমূলের অন্দরেই প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ সোমবার '২২ জানুয়ারি) রাজপথে নামছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন সংহতি মিছিল করবেন তিনি। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে এই মিছিলে যোগ দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মিছিলে কি অংশ নেবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? এই জল্পনা এখন তুঙ্গে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছিলেন। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন দুপুরে তৃণমূলের এই কর্মসূচি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলনেত্রী হিসেবে ডাক দিয়েছেন। সেখানে অভিষেক কি উপস্থিত থাকবেন? দলের অন্তরেও এই নিয়ে জোর চর্চা চলছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে এই মিছিল নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তিনি কোনও পোস্ট করেননি। এদিকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সংহতি মিছিল নিয়ে জোড় প্রচার চলছে। কলকাতা শহরের একাধিক জায়গাতে পোস্টার ফ্লেক্স লাগানো হয়েছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এখানে কেবল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নীতি কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রাখা। কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও একইসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। অভিষেক দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ভূমিকায় রয়েছেন। কাজেই তাঁর ছবি রাখা নিয়ে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এমনই মত তৃণমূলের একটা অংশের। কিন্তু সংহতি যাত্রার

ব্যানার, ফ্লেক্সে কোনওভাবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছবি দেখতে পাওয়া যায়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুজোর পর থেকে তেমনভাবে দলের কর্মসূচিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব দলের অন্দরে অনেকটাই মাথাচাড়া দিয়েছিল জানুয়ারি মাসের শুরুতে। এই মুহূর্তে সেই দ্বন্দ্ব মিটে গিয়েছে। এই কথা দলের তরফ থেকে বলা হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি মিটেছে? দলের প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে থেকেছেন। তবে সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়নি। যদিও উত্তরবঙ্গের একটি অনুষ্ঠানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মঞ্চে ডেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু আগামী কালের এই মিছিলে নেত্রীর পাশে কি দেখা যাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে? দলের একাধিক সিদ্ধান্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহমত হতে পারছেন না। এমন মত অন্দরে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি নিজেকে কিছুটা দূরেও আড়ালে রাখতে চাইছিলেন অভিষেক। নেত্রীর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক হয়েছে। সেখানেও নেত্রী কিছুটা কড়া মনোভাব নিয়েছেন। এমন কথা শোনা গিয়েছে। ফলে রাশ হাতে রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একথা অস্বীকার করার জায়গা নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি মিছিলে অংশ নেবেন? এই প্রশ্ন থাকছে কলকাতা পুলিশের। হাফ ম্যারাথনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ১০ কিলোমিটার তিনি দৌড়েছেন রবিবার।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে জোড়া চিঠি পেল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সমস্যা কিছুতেই কাটছে না। র‍্যাগিংয়ে প্রাণ যাওয়ার অভিযোগ থেকে শুরু করে উপাচার্য নিয়োগ পর্যন্ত সর্বস্তরে জটিলতা রয়ে গিয়েছে। এই নিয়ে নানা ঘটনাও ঘটেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর তাই এখানের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা দূর করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়েছিল আবুটার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। আর এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠানো ইমেলে যা বলা হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে রাজ্যের মুখ্যসচিব বিপি গোপালিকাকে রাষ্ট্রপতি ভবনের আন্ডার সেক্রেটারি পিসি মিনা সরাসরি নবান্নে ইমেল করেছেন। যা দেখেছেন মুখ্যসচিব। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিল খোদ ইউজিসি। তাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়ে সমস্যা রয়েই গিয়েছে। এমন আবহে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পাঠানো ইমেলের কপি আবুটাকেও পাঠানো হয়েছে। তাতেই বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই আবেদনের ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা আবুটার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখাকেও জানাতে হবে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ করবে সেটা আবুটাকে জানাবে। এখন দেখার বিষয় হল, রাজ্য সরকার কোনও পদক্ষেপ করে কিনা। তাছাড়া আবুটার ইমেলের ভিত্তিতে এমন চিঠি নবান্নে আসা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে আবুটা বেশ কিছু অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল। তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (পিএমও) থেকে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন পার্সোনেল বিভাগের বিশেষ সচিব অজয়কুমার পালের কাছেও চিঠি এসেছে। তাঁকেও সবটা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। এই পর পর চিঠি পেয়ে যথেষ্ট বিরক্ত নবান্ন। সূত্রের খবর, কেউ কোনও অভিযোগ করতেই পারেন। সেটা যাচাই না করে যাঁদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে অভিযোগ তাঁদেরকেই পাল্টা দাওয়াই দেওয়া ভাল চোখে দেখছে না নবান্ন। সম্প্রতি রাজ্য ও রাজ্যপালের দ্বন্দ্বের আবহ তৈরি হয়। রাজভবন চিঠি দিয়ে জানায়, অন্তর্বর্তী উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতি (ইসি) এবং কোর্টের সভা ডাকতে পারবেন। আচার্যের উপস্থিতিতে বিদ্যাসাগর এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আচার্যের কার্যালয় থেকে বলা হয়েছিল, এই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সভা বা সমাবর্তন স্থগিত রাখতে হবে। আচার্যের আদেশকে উড়িয়ে দিয়ে উপাচার্য বার্ষিক সমাবর্তন করেন। তবে সমাবর্তনের ঠিক আগেই আচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অপসারণ করেন। যদিও তখন উপাচার্যকে সমর্থন করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

আজ শহরকে সচল রাখতে পুলিশের বড় চ্যালেঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন 'সংহতি যাত্রার' ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজরা থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত হবে মমতার এই মিছিল। উপস্থিত থাকবেন সব ধর্মের মানুষ। নেতৃত্ব দেবেন খোদ তৃণমূল সুপ্রিমো। একে সোমবার। অফিসের দিন। শুধু অফিস কেন, স্কুল কলেজ সবই খোলা থাকবে সেইদিন। ফলে এই মিছিলের জন্য যানজট যাতে না হয় আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে লালবাজার। ওইদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সাধারণ মানুষকে যাতে কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয় তার জন্য কলকাতা পুলিশের সমস্ত কর্মীদের সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

ছুটির দিনেও জোর তল্লাশিতে নামল ইডি, চিনার পার্কের অফিস-ফ্ল্যাটে চলল অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ আজ, রবিবার ছুটির দিন। সকলেরই প্রায় গা-ছাড়া ভাব আসে এই দিনে। কিন্তু ছুটির দিনেও সক্রিয় হয়ে বাংলায় আবার তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তবে এটা একটু অন্য ধরণের দুর্নীতি। ভিন রাজ্যের ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা। আর তার জেরে তল্লাশি হল শহরের দুই জায়গায়। চিনার পার্ক সংলগ্ন একটি অফিস এবং একটি ফ্ল্যাটে ইডি তল্লাশি চালায় বলে খবর। ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় তল্লাশি চালায় ইডি। সূত্রের খবর, নয়াদিল্লিতে একটি ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় ইডি অফিসাররা এই তল্লাশি চালায়। চিনার পার্ক সংলগ্ন পিএস অ্যাভিয়েটর বিল্ডিংয়ের পাঁচতলার একটি অফিসে তল্লাশি চালান অফিসাররা। রবিবার ছুটির দিনে অফিস বন্ধ ছিল। তাই দীর্ঘক্ষণ বাইরেই অপেক্ষা করতে হয় তদন্তকারীদের। এদিকে এই তল্লাশি চলাকালীনই গ্রিনউড হাউসিং কমপ্লেক্সের একটি ফ্ল্যাটেও তল্লাশি অভিযান চালান ইডি অফিসাররা। এই ফ্ল্যাটটি ঋষি সিং নামের এক ব্যক্তির। এই ব্যক্তি ইমপোর্ট এক্সপোর্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তবে এই ব্যক্তির বেনামি সম্পত্তি আছে বলে খবর পেয়েছে ইডি। বিদেশে টাকা পাচার করেছেন কিনা ঋষি সেটা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে তল্লাশিতে যে নথি হাতে এসেছে তা পরীক্ষা করে যদি ইডির সন্দেহ মিলে যায় তাহলে ঋষি সিংকে তাঁরা গ্রেফতার করবেন। আবার ঋষি সিংয়ের সঙ্গে এই রাজ্যের কাদের সঙ্গে মেলামেশা বেশি সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে ইডি এখন প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে যেখানে-সেখানে হানা দিচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর বাড়িতে এসেছিলেন অফিসাররা। আবার বিধায়ক তাপস রায়ের বাড়িতেও যান ইডির অফিসাররা। দীর্ঘ সময় তল্লাশি চালিয়ে বেরিয়ে যান তাঁরা। সেইসব ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই রবিবাসরীয় সকালে ইডির একের পর এক গাড়ি হাজির হয় চিনার পার্ক এলাকায়। তা দেখে চমকে যান অনেকে। সেখান থেকে অফিসাররা নেমে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। বেশ কিছু নথি সংগ্রহ করেন। এবার সেগুলি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে ইডি সূত্রে খবর। এছাড়া এই ঋষি সিংয়ের সঙ্গে রাজ্যের নেতা-নেত্রীদের কোনও যোগাযোগ ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে চাইছেন ইডির তদন্তকারীরা। কারণ রেশন এবং শিক্ষা দুর্নীতির তদন্তের কিনারায় পৌঁছতে গেলে এগুলি দেখতেই হবে। কোনও প্রভাবশালীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কিনা খুঁজছেন অফিসাররা। তবে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালান তাঁরা। তবে কোন তথ্য হাতে পেয়েছেন সেটা অবশ্য ইডির অফিসাররা খোলসা করেননি। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নিয়োগ দুর্নীতির ফয়সালা করতে চায় ইডি। তাই এখন জোর ধরপাক। করছেন তাঁরা।

ভোর হতেই ম্যারাথনে দৌড় অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ কলকাতা পুলিশের তরফে আয়োজন করা হয়েছে হাফ ম্যারাথনের। রবিবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ময়দানে নেমে পড়েছেন লোকজন। এই ম্যারাথনে

দৌড়ানোর জন্য ছিল তিনটি ক্যাটাগরি। ২১ কিলোমিটার, ১০কিলোমিটার, ৫ কিলোমিটার। যে যার ইচ্ছা মতো যে কোনও বিভাগে নাম দিতে পারে। সকাল হতেই দেখা যায় ম্যারাথনে নাম লিখিয়ে ফেলেন প্রচুর প্রতিযোগী। এরইমধ্যে ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল রাজনীতির কচকচানি ছেড়ে একেবারে ফুরফুরে মেজাজে। রেড রোডে যোগ দিলেন ম্যারাথনে। তিনি যে এখন ভালই ফিট, তা যেন রবিবাসরীয় সকালে দৌড় দিয়েই আরও একবার প্রমাণ করে দিলেন। নাম লিখিয়ে ফেললেন ১০ কিলোমিটার ক্যাটাগরিতে। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এছাড়াও ছিলেন টলিপাড়ার কলাকুশলীরা। ছিলেন আবির চট্টোপাধ্যায়, ইশা সাহারা। এদিকে ম্যারাথনের জন্য শনিবার রাত থেকেই রেড রোড ছেয়ে যায় পুলিশে। শনিবার রাত ১০টা থেকেই সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রেড রোডে। এই অবস্থা জারি ছিল রবিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত। একইসঙ্গে আরও একাধিক রাস্তারও যান নিয়ন্ত্রণও করা হয়। রবিবার ভোর চারটে থেকে কোনও পণ্যবাহী গাড়িকে চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছে না আর আপ এভিনিউ, এ জে সি বোস রোডের হেস্টিংস মোড় থেকে মল্লিকবাজারগামী লেন, খিদিরপুর রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, জওহরলাল নেহরু রোড, ডাফরিন রোড ও মেয়ো রোডে। এদিকে এদিনই আবার ভিক্টোরিয়া হাউজের সামনে প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা করতে চেয়েছিল আইএসএফ। সেই অনুমতি দেয়নি পুলিশ। আদালতে জল গড়ালেও নওশাদদের ইচ্ছাপূরণ হয়নি। মেলেনি ওই জায়গায় সভার অনুমতি। এরপরই তৃণমূল সরকারকে এক হাত নিয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেছিলেন, ''শাসক ঠিক করেছে আমাদের সভা করতে দেবে না। তাই ম্যারাথন, ভিনটেজ কার র‍্যালির কথা বলেছে। আমরা আদালতের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেব।'' এই ম্যারাথনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অ্যাডিশানল সিপিও। পুলিশ সূত্রে খবর, যে গেটে প্রতিযোগীরা নিজেদের দৌড় শেষ করছেন সেই গেটেরই দায়িত্বে ছিলেন মুরলিধর। এ দিকে, আজ সকাল থেকেই মুখ ভার ছিল আকাশের। বইছিল ঠান্ডা হাওয়াও। সেই সময় হঠাৎ ফিনিশিং গেটটি হাওয়ার জেরে ভেঙে পড়ে যায়। তখনই আঘাত লাগে তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, কাঁধে চোট পেয়েছেন অ্যাডিশনাল সিপি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্সস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স মল্লিক বাজারে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা করা হয়।

অসমে রাহুলের বাস আটকাল জনতা, মোদি-মোদি স্লোগান, ফ্লাইং কিস দিলেন কংগ্রেস নেতা

গুয়াহাটি ২১ জানুয়ারিঃ অসমের মধ্যে দিয়ে রাহুলের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা যাচ্ছে। রবিবার সোনিতপুর জেলায় পৌঁছায় রাহুল গান্ধির বাস। অভিযোগ, সেখানেই তাঁর বাস থামিয়ে দেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ। বাস থামানোর পর বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা বাস থেকে নেমে যান। অবরোধকারীদের 'মোদি-মোদী' স্লোগান দিতে দেখা যায়। রাহুল গান্ধি এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এও পোস্ট করেছেন। তিনি বলেন, 'ভালবাসার দোকান সবার জন্যই উন্মুক্ত। ভারত জুড়বে, ভারত জিতবে।' একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন তিনি। তাতে দেখা যাচ্ছে রাহুলের বাসের সঙ্গে একদল ভিড় চলছে। এমন সময়ে রাহুল বাস থেকে নেমে আসেন। তবে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে আবার বাসেই বসতে বলেন। ভিড়ের উদ্দেশে ফ্লাইয়িং কিসও দিতে দেখা যায় রাহুলকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধি দাবি করেন, ২০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বাসের সামনে এসেছিল। তিনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা পালিয়ে যায়। তিনি বলেছেন, 'ওরা মনে করে বিজেপি এবং আরএসএসকে ভয় পায় কংগ্রেস। ওরা যত খুশি পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড ছিঁড়তে পারে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা কাউকে ভয় পাই না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও না, অসমের মুখ্যমন্ত্রীকেও না।' প্রসঙ্গত, এদিন বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় হামলার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস। রবিবার অসমের সোনিতপুর জেলা দিয়ে কংগ্রেসের পদযাত্রা যাচ্ছিল। সেই সময়ে জয়রাম রমেশের গাড়ি এবং মিছিলের সঙ্গে থাকা চিত্র

সাংবাদিকদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই নিয়ে অসমে চতুর্থ দিনে পা দিল ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। বিশ্বনাথ জেলা থেকে সোনিতপুর হয়ে নগাঁও পর্যন্ত মিছিল গিয়েছে। রাহুল গান্ধি এদিন নগাঁও জেলার কালিয়াবোরে একটি সমাবেশে বক্তৃতা দেন। তার ঠিক আগেই এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে দাবি কংগ্রেসের। অভিযোগকারীদের দাবি, রাহুল গান্ধির আসার আগে বিজেপি সমর্থকরা সেই একই রুটে নিজেদের পদযাত্রা চালাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কিছু গাড়ি ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়েই বিজেপি কর্মীদের একাংশ তাঁদের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের সহ, বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের পদযাত্রা কভার করতে আসা সাংবাদিকদের উপরেও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি জানান, কংগ্রেসের অভিযোগের দ্রুত তদন্ত করা হবে। অসমের ডিজিপিকে একটি মামলা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র মহিমা সিং সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, ''আমাদের খুব ভয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।'' তিনি আরও দাবি করেন, এক ব্লগারের ক্যামেরাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেটি ফেরতও দেওয়া হয়নি। উল্টে দাবি করা হচ্ছে যে কোনও ক্যামেরাই ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। ''রমেশজি এবং আরও কয়েকজনের গাড়ি জামুগুড়িঘাটের কাছে ছিল। সেখানে মূল পদযাত্রার সঙ্গে গাড়িগুলি যোগ দিতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে হামলা চালানো হয়,'' দাবি তাঁর। অভিযোগ, জয়রাম রমেশের গাড়ি থেকে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার স্টিকার ছিঁড়ে ফেলা হয়। হামলাকারীরা গাড়িতে বিজেপির পতাকা লাগানোর চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। দলের সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্যদেরও মারধর করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি বলেন, ''আমরা পুলিশকে এই বিষয়ে জানিয়েছি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বর্তমানে ঘটনাস্থলে আছেন।'' এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘটনার বিষয়ে জানিয়েছেন জয়রাম রমেশও। একটি ভিডিও টুইট করে তাঁর অভিযোগ, এই হামলা হিমন্ত বিশ্বশর্মার কাজ। তিনি বলেন, ''বিজেপি কর্মীরা জল ছুঁড়তে শুরু করে। আমরা মাথা ঠান্ডা রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাই।'' রাহুল গান্ধির সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কয়েক ঘণ্টা পরই অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে রাহুলের ভিডিয়োটি পোস্ট করে দাবি করেন, জয় শ্রীরাম স্লোগান শুনেই নাকি তিনি রেগে গিয়েছিলেন।

রাম সেতুর উৎপত্তিস্থলে গিয়ে বিশেষ অর্চনা মোদির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অযোধ্যায় শ্রী রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে দক্ষিণ ভারত সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একাধিক মন্দিরে পুজো দিয়ে রবিবার তিনি গিয়েছেন রাম সেতুর উপত্তিস্থলে। তামিলনাড়ুর আরিচল মুনাইকে মনে করা হয় রাম সেতুর উপত্তিস্থল। আরিচল মুনাইয়ে গিয়ে ফুল নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমুদ্রের প্রান্তে ওই স্থলে গিয়ে রাম সেতুর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং রাম সেতুর উপত্তিস্থলে গিয়ে ফুল দিয়ে সেই জায়গা সাজিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ধনুষকোড়ি হল তামিলনাড়ু সেই জায়গা, যেখানে শ্রী রামচন্দ্র রাবণ বধের প্রতিজ্ঞা করে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। এই ধনুষকোড়িতেই ভগবান রাম বিভীষণের রাজ্যাভিষেক করেছিলেন মনে করা হয়। অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আগে ১১ দিন ধরে রামের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থানে ঘুরলেন মোদি।

৭ হাজারের বেশি পদে নিয়োগ পরীক্ষা, ফি নেবে না রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ ৭ হাজারের বেশি পদে নিয়োগ করার জন্য নেওয়া হবে পরীক্ষা। কিন্তু তার জন্য কোনও ফি নেবে না রাজ্য সরকার। সম্প্রতি পঞ্চায়েতের তিন স্তরে নিয়োগ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যুব সমাজকে উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ বলে দাবি। জানা গেছে, পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে একসঙ্গে ৭,২১৬টি শূন্য পদে নিয়োগ হতে চলেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দেবে রাজ্য সরকার। তার আগে জানানো হয়েছে, এই পরীক্ষাগুলির জন্য কোনও ফি নেওয়া হবে না। আসলে বেশি সংখ্যক যুবক যুবতীরা এই পরীক্ষা দেবে। তাই তাদের উৎসাহ দিতে এবং চাপ কমাতেই এমন সিদ্ধান্ত। সূত্র মারফ জানা গেছে, গ্রাম সহায়ক, নির্মাণ সহায়ক, পঞ্চায়েত কর্মী থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি ক্লার্ক, টাইপিস্ট, পিওন সব পদ মিলিয়ে হবে এই নিয়োগ। এছাড়াও রয়েছে জেলা পরিষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, গ্রুপ ডির পদ। নবান্ন জানিয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্ব থাকছে জেলাশাসকদের নেতৃত্বাধীন জেলাস্তরের নির্বাচন কমিটি বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সিলেকশন কমিটি বা ডিএলএসসি-র ওপর। ঠিক কী কাজ করবে তারা? প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে ওএমআর শিট ছাপানো, সবকিছুর দায়িত্ব থাকছে এই কমিটির ওপর। নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য একটি পৃথক রিক্রুটমেন্ট পোর্টালও তৈরি করেছে রাজ্য। অনুমান করা হচ্ছে, এই পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারেন অন্তত ৩৫ লক্ষ চাকরিপ্রার্থী। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও বেসরকারি সংস্থাকে নিযুক্ত করা হবে না। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হলে, সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্দিষ্ট ওই পোর্টালে ঢুকে আবেদন করতে হবে চাকরিপ্রার্থীদের। তার আগে ওটিপি দিয়ে পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ওখান থেকেই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে।

রাম মন্দির-সহ অযোধ্যায় কড়া নিরাপত্তা, মোতায়েন ১৩ হাজার নিরাপত্তারক্ষী

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারিঃ আর কিছু সময় পরই অযোধ্যার রাম মন্দিরের উদ্বোধন। দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার অতিথির উপস্থিতিতে মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে গোটা অযোধ্যা শহর। ইতিমধ্যে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। তাই অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রবিবার থেকেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মন্দির-নগরী। রাম মন্দির-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কম্যান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, রাম মন্দির উদ্বোধনের জন্য

মন্দির চত্বরে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সিআরপিএফ, এসএসএফ এবং রাজ্য সরকারের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী পিএসি রয়েছে। প্রায় ১৩ হাজার জওয়ান মোতায়েন করা হচ্ছে। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যায় নাশকতার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাক জঙ্গি সংগঠন, জঈশ-ই-মহম্মদ। তাই নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ যোগী প্রশাসন। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, রাজ্য সরকারের বিশেষ বাহিনী থেকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, অ্যান্টি বোম্ব স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াডও রাম মন্দির চত্বর, অযোধ্যা রেলস্টেশন, অযোধ্যা বিমানবন্দর-সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান শুরু হবে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে এবং চলবে সম্ভবত দুপুর ১টা পর্যন্ত। তারপর দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত নানা পুজো-পাঠ চলবে। রাম মন্দির উদ্বোধনের পর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের রাজনীতিক, কূটনীতিক থেকে ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ভুবনেশ্বের এইমস-এ ২২ জানুয়ারি অর্ধদিবস ছুটি, চালু থাকবে আপকালীন পরিষেবা

ভুবনেশ্বর, ২১ জানুয়ারি ঃঅযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার বিগ্রহের ' দিন অর্ধদিবস ছুটি থাকবে ভুবনেশ্বর এইমস-এ। ২২ জানুয়ারি, সোমবার দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে হাসপাতাল। তবে আপৎকালীন চিকিৎসা পরিষেবা চালু থাকবে। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ কথা জানিয়েছেন এইমস কর্তৃপক্ষ।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ' জানুয়ারি, সোমবার অযোধ্যায় রামালালার বিগ্রহের ' উদ্যাপন হবে গোটা দেশে। সেই উপলক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই প্রতিষ্ঠান। তবে চালু থাকবে আপকালীন পরিষেবা। বিজ্ঞপ্তিতে তা-ও জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২২ জানুয়ারি দিল্লি সরকারের অধীনস্থ সমস্ত দফতরেও দুপুর আড়াইটে পর্যন্ত ছুটি থাকবে।

২ ফেব্রুয়ারি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে অমৃত উদ্যান, ৩১ মার্চ পর্যন্ত থাকবে দর্শনের সুযোগ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছরও সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান। ২ ফেব্রুয়ারি থেকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হবে অমৃত উদ্যান, ওই দিন থেকেই অমৃত উদ্যান ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন সবাই। ৩১ মার্চ পর্যন্ত খোলা থাকবে এই উদ্যান। সোমবার ছাড়া সপ্তাহে ৬-দিনই উদ্যান ঘুরে দেখার সুযোগ থাকবে দর্শনার্থীদের। দর্শনার্থীদের সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ৬ ঘণ্টার স্লটে উদ্যান দেখার অনুমতি দেওয়া হবে। https:visit.rashtrapatibhavan.gov.invisitamrit-udyanrE-এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বুকিং করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ওয়াক-ইন দর্শকদের সুবিধা কাউন্টারে অথবা রাষ্ট্রপতি ভবনের গেট নং ১২-এর কাছে সেলফ সার্ভিস কিয়স্কে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

আগামী ২২ জানুয়ারি ২৫০০ যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন

রাঁচি, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি ২৫০০ যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন ঝাঃখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। বেসরকারী সেক্টরের যুবকদের এই নিযাগে পত্র প্রদান করা হবে। এই উপলক্ষ্যে খেলগাঁওতে অবস্থিত তানা ভগত স্টেডিযামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। অরবিন্দ টেক্সটাইল, কিশোর এক্সপোর্ট, শ্রী গণপতি ক্রিয়েশন, আরবান ডিজাইন প্রাইভেট লিমিটেড, ম্যাট্রিক্স ক্লোথিং, ভ্যালেন্সিযা অ্যাপারেলস এবং ওরিয়েন্ট ক্রাফট টেক্সটাইল কোম্পানিগুলিতে যুবকদের নিযাগেপত্র প্রদান করা হবে। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মসংস্থান মেলার আয়োজন করে প্রায় ৫৬ হাজার যুবককে বেসরকারি খাতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের স্থানীয় যুবকদের বেসরকারি খাতে ৭৫ শতাংশ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে, যেসব কোম্পানিতে যুবকদের চাকরি দেওয়া হচ্ছে তার বেশিরভাগই ওরমাঞ্জির কুলিতে অবস্থিত। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কুলহি শিল্প এলাকায় বেশ কয়েকটি টেক্সটাইল প্ল্যান্ট উদ্বোধন করা হয়েছিল। এই কোম্পানিগুলিতে কর্মরত ৯০ শতাংশ মহিলা কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

যাত্রিবাহী বিমান ভেঙে পড়ল আফগানিস্তানে!

কাবুল, ২২ জানুয়ারি ঃ রাশিয়ার মস্কোগামী একটি বিমান আফগানিস্তানের বদখসানে ভেঙে পড়েছে বলে জানিয়েছে তালিবান প্রশাসন। এখনও হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিমানটি ভারতের নয়।শনিবার সকালে একটি বিমান মস্কো যাওয়ার পথে ভেঙে পড়ে। বদখসান প্রদেশে ওই বিপর্যয়ের খবর প্রথমে দেয় তালিবান প্রশাসন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তথ্য দফতরের প্রধান জাবিহুল্লাহ আমিরি বলেন, ' ভেঙে পড়ার খবর সত্যি। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় সেটি ভেঙে পড়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। আমরা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি দল পাঠিয়েছি। তারা এখনও পৌঁছয়নি।''

রামময় অযোধ্যা, রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষায় গোটা দেশ

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি ঃপ্রতীক্ষার প্রহর এবার শেষ হতে চলেছে। সোমবার, ২২ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলেছে, একইসঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহে রামালালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও সম্পন্ন হবে। সমস্ত প্রস্তুতি সমাপ্ত, এবার শুধু শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা। কা৷ নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা রামমন্দির চত্বরকে, কা৷ নিরাপত্তা রয়েছে রামনগরী অযোধ্যাতেও। মোতায়েন করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীও।' আর একদিন বাকি। সোমবার অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রস্তুতি

পর্বও প্রায় শেষ লগ্নে। সেজে উঠেছে রামের জন্মভূমি। সোমবার দুপুর সওয়া ১২টা থেকে পৌনে ১টার মধ্যে রাম মন্দির উদ্ধোধন হবে বলে মন্দির নির্মাণকারী সংস্থা শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের তরফে জানা গিয়েছে। সোমবার মন্দির উদ্বোধন হলেও মঙ্গলবার থেকে দর্শনার্থীদের জন্য এই মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের তরফে জানা গিয়েছে, সারা দিনে দু'বার মন্দিরের দরজা খোলা হবে। সকাল ৭টায় মন্দিরের দরজা খোলার পর সাড়ে ১১টার সময় দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার পর আবার দুপুর ২টো থেকে দর্শনার্থীরা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে পারবেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।মন্দিরে দর্শনার্থীদের জন্য সারা দিনে মোট তিন বার আরতির আয়োজন করা হয়েছে। তিনটি আলাদা সময়ে আরতি দেওয়া যাবে। ভোর সাড়ে ৬টা থেকে দর্শনার্থীরা জাগরণ আরতি দিতে পারবেন। দুপুর ১২টা থেকে ভোগ আরতির আয়োজন থাকবে রামমন্দিরে। সন্ধ্যারতি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। দর্শনার্থীরা আরতি দিতে চাইলে তাঁদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ৩০ মিনিট আগে মন্দিরের ক্যাম্প অফিসে পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হতে হবে। সেখান থেকে আরতি দেওয়ার পাস সংগ্রহ করলে তার পর আরতি দেওয়ার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা।

কাশ্মীরে আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস, ২৬-২৭ জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২১ জানুয়ারি ঃজম্মু ও কাশ্মীরে এবার আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানাল আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৬-২৭ জানুয়ারির মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও কোথাও বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। আবার ২৮-৩০ জানুয়ারির মধ্যেও জম্মু ও কাশ্মীরের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ কোনও আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে না কাশ্মীরে, ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। তবে, ২৬-২৭ জানুয়ারি এবং ২৮-৩০ জানুয়ারির মধ্যেও হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়ার উন্নতি হতে চলেছে, কুয়াশার পরিমাণ কমবে এবং দৃশ্যমানতার সমস্যা মোটামুটি মিটবে।

স্ত্রীকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে 'খুন'! প্রেমিকাকে পেতেই এমন কাণ্ড?

গোয়া, ২১ জানুয়ারিঃ স্ত্রীকে লুকিয়েই অন্য মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত ছিলেন এক যুবক। ২৯ বছরের ওই যুবক গোয়ার একটি বিলাসবহুল হোটেলের ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরকীয়া সম্পর্কের কথা জেনে যায় তাঁর স্ত্রী। এর পরই স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। যদিও স্ত্রীকে খুন করে সেটিকে দুর্ঘটনা হিসাবে চালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত হোটেল ম্যানেজার। স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলেও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্ত যুবকের নাম গৌরব কাটিয়ার। তিনি উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের বাসিন্দা। দক্ষিণ গোয়ার কোলবা এলাকার একটি বিলাসবহুল হোটেলে ম্যানেজারের কাজ করতেন তিনি। এক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল গৌরবের। কিন্তু অন্য এক মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। সে কথা জেনে ফেলাতেই তাঁর স্ত্রীকে খুন হতে হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। এই খুনের ঘটনা নিয়ে এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, গৌরব তাঁর স্ত্রীকে দক্ষিণ গোয়ার সমুদ্রসৈকতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুক্রবার বিকাল পৌনে চারটে নাগাদ কাবো ডি রামা সৈকতে নিয়ে যান। দুজনে একসঙ্গে জলে নামেন। কিন্তু তার পর একাই ফিরে আসেন গৌরব। তা দেখে সেখানে উপস্থিত বাকি পর্যটকদের সন্দেহ হয়। দুর্ঘটনার জেরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। কিন্তু পর্যটকদের মোবাইলে ওঠা বেশ কিছু ভিডিয়ো ফুটেজ গৌরবের সেই দাবিকে নস্যাৎ করে। ওই মহিলার দেহে ক্ষত চিহ্ন পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ মনে করছে জলে ডুবিয়ে মারার আগে স্ত্রীর গলা পেঁচিয়ে ধরেছিলেন অভিযুক্ত। স্ত্রীর মৃত্যু নিশ্চিত করে তবেই ফিরে আসেন অভিযুক্ত।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,২১ জানুয়ারিঃযেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্মরণীয় দিন, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন

যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের

টাটা মুম্বই ম্যারাথনের সাক্ষী একনাথ শিন্ডে, মুম্বই পুলিশ ও প্রশাসনের প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি ঃমুম্বইয়ে টাটা মুম্বই ম্যারাথন ২০২৪-এর সাক্ষী হলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। রবিবার সকালে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস থেকে টাটা মুম্বই ম্যারাথন ২০২৪-এর শুভসূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। সুষ্ঠুভাবে এই ম্যারাথনের ব্যবস্থাপনা করার জন্য মুম্বই পুলিশ ও প্রশাসনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে এটি একটি বহুল প্রতীক্ষিত ম্যারাথন। শিশু থেকে প্রবীণ সবাই এতে অংশ নিচ্ছেন। এই ম্যারাথনের মাধ্যমে তাঁরা উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন। টাটা বিগত ১৯ বছর ধরে এই ম্যারাথনের আয়োজন করছে, মুম্বই পুলিশ এবং প্রশাসন প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করেছে।

হরিদ্বারে দীপোৎসবের আয়োজন, ২২ জানুয়ারি ১ লক্ষ দ্বীপে আলোকিত হয়ে উঠবে হর-কি-পৌরি

হরিদ্বার, ২১ জানুয়ারি ঃ দীপাবলির মতোই তৈরি হয়েছে প্রদীপ। সৌজন্য-অযোধ্যায় রাম মঃদিরের উদ্বোধন ও মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অকাল-দীপাবলির সাক্ষী হতে চলেছে হরিদ্বার। হরিদ্বারে সোমবার সন্ধ্যায় দীপোৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। হর-কি-পৌরিতে প্রজ্জ্বলিত হবে ১ লক্ষ প্রদীপ।অযোধ্যার রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার বিগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে। তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে চলছে বিশেষ পুজো। মাঝে রবিবার বাদ দিলেই সোমবার রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা। উত্তরাখণ্ড সরকার জানিয়েছে, রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে হরিদ্বারের হর কি পৌরিতে ১ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় দীপোসব উদযাপন করা হবে। দীপোৎসবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

শৈত্যপ্রবাহের বিরাম নেই ঘন কুয়াশায় নিমজ্জিত দিল্লি-সহ উত্তর ভারত, দুর্ভোগ-ভোগান্তি চরমে

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃশৈত্যপ্রবাহের বিরাম নেই দিল্লি-সহ উত্তর ভারতজুড়ে। ঘন কুয়াশায় রবিবারও নিমজ্জিত থাকল দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। ফলে এদিনও চরম দুর্ভোগ ও ভোগান্তির শিকার হলেন বহু মানুষ। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে রবিবারও দিল্লিতে বিঘ্নিত হয়েছে রেল ও বিমান পরিষেবা। ট্রেন মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দিল্লিগামী যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েছেন। বিঘ্নিত হয়েছে উ৷ান পরিষেবাও। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লিগামী মোট ১১টি ট্রেন এদিন দেরিতে চলাচল করেছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ৪-দিন ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি বিরাজ করবে দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। কোথাও কোথাও অনেকটাই নামবে তাপমাত্রার পারদ। শীতের দাপট বেশি থাকবে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে। এছাড়াও ঠান্ডার কাম। থাকবে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গেও।

মুম্বইয়ের আম্বেদকর হাসপাতালে আগুন, সুরক্ষিত সমস্ত রোগী

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি ঃআগুন লাগল মুম্বইয়ের ভিখরোলি পূর্ব এলাকার একটি হাসপাতালে। শনিবার গভীর রাতে ডঃ আম্বেদকর হাসপাতালে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি, আগুন লাগা মাত্রই সমস্ত রোগীকে সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকল জানিয়েছেন, শনিবার গভীর রাত ১.৪৭ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়, খবর পাওয়ার আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের ইঞ্জিন। ভোররাত ২.২৫ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।আগুন লাগার পর শিবাজী ঢেলে, বিমল তিওয়ারি, জশোবাই রাঠোর, কে নির্মল, অরুণ হরিভগত ও সুস্মিতা নামে ৬ জন রোগীকে উদ্ধার করে রাজাওয়ারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আগুন কীভাবে লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দমকল।

জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম শৈলশিরা, কম্পাঙ্ক ৬.২

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃজোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম শৈলশিরা এলাকা। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাণ ছিল ৬.২। রবিবার ভোররাত ৩.৩৯ মিনিট নাগাদ ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ন্যাশন্যাল সেঃটার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে।ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম শৈলশিরা বরাবর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। রবিবার ভোররাতে এই অঞ্চলেই জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২জানুয়ারি ঃ সোমবার, ৭মাঘ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ২২জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ৭মাঘ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৬৫৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ৭মাঘ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৭মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৩ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃস্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়ানো আপনার আর্থিক ঝামেলাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**আজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে। **কর্কট রাশিঃ**ক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের সর্বস্ব ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সংসারে শান্তি **সিংহরাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনার রাগের ফলে তুচ্ছ কারণ ব। হয়ে দেখা দেবে-যা শুধুমাত্র আপনার পরিবারের সদস্যদের বিপর্যস্ত করবে। **মকর রাশিঃ**আপনার আকাঙ্খা এবং উচ্চাশা ভয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। **কুম্ভ রাশিঃ**আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। **মীন রাশিঃ**আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন-আপনি যাই করুন না কেন-সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওয়া

নাবার্ডের সহায়তায় মুড়িগঙ্গায় সেতু তৈরি হবে, পর্যটনে আলাদা মাত্রা যোগ হবে গঙ্গাসাগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, ২১ জানুয়ারি ঃ আর ও সহজ হতে চলেছে গঙ্গাসাগর যাত্রা।সাগর যাত্রার মূল ঝুঁকি জায়গা এবারে মুক্ত হতে চলেছে।মুড়ি গঙ্গায় তৈরি এবার হবে সেতু।মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়বে গঙ্গা সাগর।৩৭ কিলোমিটার রাস্তা বদলে যাবে জাতীয় সড়কে। যা গঙ্গাসাগরের কপিলমুণি আশ্রম, লট ৮ হয়ে মূল ভূখণ্ডে কাকদ্বীপের কাশীনগরের নতুন রাস্তায় এসে ১২নং জাতীয় সড়কে মিশবে।গঙ্গা সাগরে যাতায়াতের অন্যতম বড় সমস্যা হলো কাকদ্বীপের মুড়িগঙ্গা নদী। সেখানেই হতে চলেছে সেতু। ৩৭ কিলোমিটার রাস্তা বদলে যাবে জাতীয় সড়কে।স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটক,সকলেরই দীর্ঘ দিনের মুড়িগঙ্গা সেতুর দাবি ছিল।জানা গিয়েছে, নাবার্ডের সহযোগিতায় রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (আরআইডিএফ) টাকায় এই সেতু গড়ে তুলতে চলেছে রাজ্য সরকার।নবান্ন সূত্রের খবর,এতদিন মূলত টাকার জোগান না থাকার কারণে আটকে ছিল এই প্রকল্পের কাজ।গত ৮ ই জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে দ্রুত সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুড়িগঙ্গা নদীর উপর এই সেতু তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রায় ১ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা।আর প্রশাসনের মতে,রাজ্যের পক্ষে এক সাথে এই বিপুল পরিমাণ

টাকার জোগান দেওয়া কার্যত অসম্ভব। তবে সারা বছর তো বটেই বিশেষ করে গঙ্গাসাগর মেলার সময় সারা দেশ থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগরে আসেন।তাঁদের সাগর দ্বীপে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভেসেলে মুড়িগঙ্গা নদী পার করে যেতে হয়। তাই সেতু নির্মাণে উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।আর ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ নিয়ে নাবার্ডের সঙ্গে রাজ্যের পূর্ত দফতরের আলোচনা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গেল, সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া নিয়ে নাবার্ডেরআধিকারিকরা নীতিগত সম্মতি ও জানিয়েছেন।নাবার্ডের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে সবুজ সঙ্কেত এলেই পরবর্তী প্রক্রিয়া শুরুর জন্যতা পাঠানো হবে অর্থ দফতরে।সবমিলিয়ে আগামী অর্থ বর্ষেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার আশা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গঙ্গাসাগরে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভিড় করেন।এ বারের গঙ্গাসাগর মেলায় এক কোটি দশ লক্ষ মানুষ এসেছিলো প্রশাসনের হিসাবে।মুড়ি গঙ্গা নদীর ক্ষেত্রে ভাটার সময়ে দুর্ভোগে পড়েন দর্শনার্থীরা।এছাড়াও স্থানীয়দের নিত্যে প্রয়োজনে কাকদ্বীপ থেকেকলকাতা ও ডায়মন্ডহারবার যেতে হলে কচুবেড়িয়া থেকে ভেসেলে মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে লট ৮ নং ঘাট থেকে বাস ধরতে হয়।কিন্তু নদীতে চর পড়ে যাওয়ায় অমাবস্যা পূর্ণিমা ও ভাটার সময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসেল বন্ধ থাকে। তাই মুড়িগঙ্গায় সেতু নির্মাণ হলে দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় মেটার আশায় এলাকা বাসীরা।আর এই সেতু হয়ে গেলে পর্যটনের ক্ষেত্রে ও আলাদা মাত্রা এনে দেবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

জেলে কমোডের আবদার রেশন দুর্নীতি মামলার শংকরের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ জেলে কমোডের আবদার রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যর। ইডি হেফাজত শেষে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। জেলে এক রাত না কাটতেই কমোডের আবদার শংকর আঢ্যর। ইডি হেফাজত শেষে শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হয় রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যকে। বিচারক তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে থাকবেন তিনি। গতকাল বিকেলেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে। ইডি হেফাজত শেষে জেলে সদ্যই প্রথম রাত কেটেছে রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্যর। প্রেসিডেন্সি জেলের তেইশ-চুয়াল্লিশ সেল ব্লকে রাখা হয়েছে তাঁকে। জেলে আবদারের শেষ নেই বনগাঁর প্রাক্তন পুরপ্রধানের। সূত্রের খবর, ভালো খাবার যেমন চাইছেন। তেমনই আবার পরিষ্কার কমোডওয়ালা শৌচালয়ের বায়না করছেন তৃণমূল নেতা।

এবারে সাহিত্য উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল স্মারক সম্মান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২১ জানুয়ারিঃ সম্প্রতি মধ্য কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে সাহিত্য উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের করে উৎসবের সূচনা করেন বিনতা রায় চৌধুরী, প্রধান অতিথি ছিলেন একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল প্রসাদ ও উল্টোরথ পত্রিকা। সাহিত্য উৎসব ২০২৪ স্মারক সম্মান পান সাংবাদিক ও লেখক অপূর্ব দাস।এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে এমন কি দিল্লি ও মুম্বাই থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। চার ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি থেকে শুরু করে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা হয়। প্রায় শতাধিক কবি সাহিত্যিকরা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তীর্থব্রত মিত্র মুস্তাফি। অনুষ্ঠানের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রসাদ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সুবীর মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য ড. চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. তুষার রায়, অসীম বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

কনকনে ঠান্ডার মধ্যে চায়ের দোকানগুলিতে চলছে তুফানি আড্ডা

সজল দাশগুপ্ত, ২১ জানুয়ারিঃ বেশ কয়েকদিন ধরেই মাত্রা অতিরিক্ত ঠান্ডায় মগ্ন গোটা উত্তরবঙ্গ। পাল্লা দিয়ে নামছে তাপমাত্রার পারদ। উষ্ণতার খোঁজে অনেকেরই ঠিকানা চায়ের দোকান। শিলিগুড়িতে চায়ের দোকানগুলোতে দেখা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে উপচে পড়ছে ভিড়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খদ্দেরদের আনাগোনা বেড়ে গেছে চায়ের দোকানগুলিতে। উষ্ণতার খোঁজে চা যেন ভরসা হয়ে উঠেছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, বর্ধমান রোড, সেবক রোড সহ বিভিন্ন এলাকার চায়ের দোকানগুলিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে উপচে পড়ছে ভিড়। আজ সকাল থেকে রোদের দেখা নেই, এমনিতেই ছুটির দিন রবিবার চায়ের দোকানে তুফানি আড্ডা, উপরন্তু পাওনা প্রচন্ড ঠান্ডা। তাই চায়ের দোকানে তুফানি আড্ডা আরো জমে উঠেছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের নিয়ে সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২১ জানুয়ারিঃ শিবশক্তি যোগসেবা মিশন ও দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের যৌথ উদ্যোগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের নিয়ে সংগীত, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় আদ্যাপীঠ আশ্রম প্রাঙ্গণে ।প্রত্যেক প্রতিবন্ধীকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ,খাদ্য ,কম্বল প্রদান করা হয়। এছাড়া সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার করেন শিবশক্তি সেবা মিশনের অধ্যক্ষ আচার্য সন্ত শিবানন্দ যোগী। তিনি বলেন শারীরিকভাবে অক্ষম এই প্রতিবন্ধীদের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভার অনুসন্ধান করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। আগামী দিনে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করি। এ ছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই প্রতিবন্ধী সংস্থা থেকে পাপিয়া কুন্ডু , ডাক্তার তাপস কুমার জানা , সমাজসেবী সুব্রত সাহা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ । আদ্যা মায়ের প্রসাদের সাথে জয়নগরের মোয়া খাওয়ানো হয় প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের এবং তারা সকলে পরিতৃপ্ত হন। মুরাল ভাই বলেন আমি নিজের হাতে প্রায় ২০০ প্রতিবন্ধীদের কম্বল ও কিছু শুকনো খাবার দিতে পেরে আমি খুবই আপ্লুত । আদ্যা মায়ের কাছে এদের সুস্থ জীবন এবং মঙ্গল কামনা করি।

অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে এক আন্তধর্মীয় আলোচনা সভা

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ২১ জানুয়ারিঃ জামায়াত ইসলামী হিন্দের হাওড়া জেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিয়ে এক আন্তধর্মীয় আলোচনা সভা উলুবেড়িয়ার নিমদিঘীতে। রবিবার উলুবেড়িয়ার নিমদিঘীতে জামায়াত ইসলামী হিন্দের হাওড়া জেলা কার্যালয় সোসাইটি আপলিপ্টমেন্টে এবং আলোচ্য বিষয় ছিল আমার ধর্মমতে সুনাগরিক গঠনে পরকালীন ধারনা। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মগুরু রেভারেন্ড সঞ্জীব কুমার দাস বলেন সত্যের পথ প্রকৃতভাবে জানতে হলে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থ এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে একতা হতে হবে এবং পরস্পরের মধ্যে মতবিনিময় করে একতা গড়ে তুলতে হবে। শিখ ধর্মগুরু শরন সিং বলেন কোনো ধর্মের ধর্মপ্রান ব্যাক্তিরা যদি এক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসে তাহলে হিংসা আমাদের মধ্যে দুর হবে। বিশিষ্ট আইনজীবী ও ধর্মগুরু প্রতীক মজুমদার বলেন প্রকৃত হিন্দু হতে গেলে চারিত্রিক গুণাবলী থাকা জরুরি, জামায়াত ইসলামী হিন্দের নেতা তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আলিমুদ্দিন বলেন পরকালীন ভয় না থাকলে মানুষ তার মানবিকতা হারিয়ে ফেলবে, জামায়াত ইসলামী হিন্দের রাজ্য মহিলা নেত্রী মঞ্জুরা খাতুন বলেন সমাজ গঠনে প্রত্যেকের রাস্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে।

সোমবার যাদবপুরেও রাম পুজো বিরোধিতায় এসএফআই ও টিএমসিপি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা , ২১ জানুয়ারিঃ ২২ তারিখ অযোধ্যার উন্মাদনার ঢেউ এসে পড়তে চলেছে দেশের অন্যতম প্রগতিশীল ইউনিভার্সিরি বলে পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। খবরে প্রকাশ, দেখানো হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গান্ধী ভবনের সামনে দুপুর ১২টা ৩০ থেকে স্ক্রিনিং হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে একটি পোস্টার ঘুরছে সমাজ মাধ্যমে । সেখানে যদিও উদ্যোক্তা হিসাবে কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের নাম নেই। আয়োজক হিসাবে লেখা রয়েছে ‘জে ইউ স্টুডেন্ট’। যা নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে তাঁরা এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু জানেন না। কিন্তু একটা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এটা একটা অশুভ ইঙ্গিত বলেই অনেকে মনে করছেন। এই বিষয়ে সরাসরি বক্তব্য রেখেছেন এসএফআই ও টিএমসিপি । এসএফআই নেত্রী আফরিন বলছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ মনোভাবের পড়ুয়ারা বেশি। একজন ছাত্রের উদ্যোগে এই স্ক্রিনিং হওয়ার কথা। ধর্মীয় উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এটা যাদবপুরের সংস্কৃতি নয়। বিভাজনমূলক রাজনীতি যাদবপুরে চলবে না। অপরদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে রাজন্যা হালদার বলেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় একটি ধর্মনিরপেক্ষ ক্যাম্পাস। সেখানে ধর্মীয় উস্কানির কোনও স্থান নেই। এই স্ক্রিনিংটা হওয়া উচিত নয়। আমার প্রশ্ন, বাম ছাত্র সংগঠনগুলি এত উদাসীন কেন? সব বিষয়ে যারা আন্দোলন করে, তারা এখন রাস্তায় কোথায়? কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কি হয়ন

তারকেশ্বরে ট্রেন আসতে দেখে বাইক ছেড়ে পালিয়ে গেলেন বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর হুগলি, ২১ জানুয়ারিঃ দ্রুত গতিতে আসছিল ট্রেন। হঠাৎ তার সামনে চলে এল বাইক। আর তারপরই ভয়ানক কাণ্ড। হুগলির তারকেশ্বরের নস্কর পাড়া এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, রবিবার তারকেশ্বরের নস্কর পাড়া এলাকায় আপ হাওড়া-আরামবাগ লোকাল তারকেশ্বর স্টেশন ছাড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় এক বাইক আরোহী রেল লাইন পারাপার করছিলেন। এবার ট্রেনটি আসতে দেখে প্রথমে ভিড়মি খেয়ে যান তিনি। পরে যদিও বাইক ছেড়ে পালিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘‘ট্রেনটা যাচ্ছিল। সেই সময় চলে এল বাইকটা। ছেলেটা বাইক ছেড়ে নেমে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর ট্রেনের সঙ্গে বাইক আটকে গিয়েছে। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা সকলে মিলে বাইক বের করি। তবে ট্রেনের সঙ্গে আটকে যায় বাইকটি। বেশ কিছুটা রাস্তা বাইকটিকে টেনে নিয়ে চলে যায় ট্রেন। পরে যদিও স্থানীদের সহযোগিতায় বাইকটি বার করেন কর্তব্যরত রেল কর্মীরা। এর জেরে ট্রেন চলাচল কিছুটা বিঘ্নিত হয়। যদিও ঘটনার পর থেকে ওই বাইক আরোহীর কোনও সন্ধান মেলেনি। যদিও, রেলের তরফে জানানো হয়েছে ওই জাগায়ায় লাইন পারাপারের জন্য বৈধ কোনও লেভেল ক্রসিং নেই। যিনি লাইন পারাপার করছিলেন নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ওই বাইক আরোহীর খোঁজ করা হচ্ছে।

হাসনাবাদে অসুস্থ প্রবীণ তৃণমূল নেতা কে দেখতে এসে না দেখা করেই ফিরলেন বাবু মাস্টার

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ, ২১ জানুয়ারিঃ ঘটনাক্রম রবিবার বিকাল, বাবুর আসার খবরে জনজোয়ার রামেশ্বরপুর- যানচলাচলে সমস্যা,পথ আটকালো পুলিশ- অনুগামীদের ফিরে যেতে বললেন ফিরোজ কামাল নিজেই- বাবু ফিরলেন না দেখা করেই।বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নয় তিনি।তবু পুরানো দিনের রাজনৈতিক সঙ্গীর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাকে দেখতে হাসনাবাদ রামেশ্বরপুরে পৌঁছান একসময়ের দাপুটে এই তৃণমূল নেতা।আর তার আসার খবরে তার সঙ্গে দেখা করতে ভিঁড় জমান তার অনুগামীরা। ফিরোজ কামাল গাজী,ওরফে বাবু মাস্টার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের একসময়ের কর্মাধক্ষ। পেশায় হাসনাবাদের ভবানীপুর সেন্ট্রাল মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এই নেতার রাজনীতিতে হাতে খড়ি বাম আমলে। পরে ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর, তৃণমূলে যোগ দেন।ধীরে ধীরে হাসনাবাদে তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা হয়ে ওঠেন ফিরোজ কামাল গাজী। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাসনাবাদ থেকে তৃণমূলের হয়ে জেলা পরিষদের আসন থেকে জয়লাভ করেন তিনি।শিক্ষা সংস্কৃতি ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।এরপর যতই দিন এগিয়েছে হাসনাবাদ তৃণমূল কংগ্রেসে অন্যতম অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন বাবু।গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছাড়েন তৎকালীন এই দাপুটে তৃণমূল নেতা। এরপর ২০২০ র ডিসেম্বর মাস নাগাদ বিজেপিতে যোগদেন এই নেতা। জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে তাকে বিজেপিতে বরন করে নেওয়া হয়।২০২১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বিজেপির দলীয় কর্মসূচী সেরে বাড়ি ফেরার পথে মিনাখাঁ র কাছে তার গাড়িতে হামলা চালায় দুস্কৃতি রা।কোলকাতার বেসরকারি নার্সিংহোমে দিন সাতেক চিকিৎসাধীন থাকার সময়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাজ্য বিজেপির তাবড় নেতৃত্ব। বাড়ানো হয় বাবুর নিরাপত্তা,বাবুর নিরাপত্তা র দায়িত্বে আসেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। বিধানসভা ভোটে বিজেপির সাম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে তার নাম ঘিরে জল্পনা শুরু হয়, তবে তার স্থলে অন্য প্রার্থীই বেছে নেয় বিজেপি। বসিরহাট উত্তর ও হিঙ্গলগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচারেও নামেন বাবু মাস্টার। তবে বিধানসভা ভোটে বসিরহাট উত্তর ও হিঙ্গলগঞ্জে হেরে যান বিজেপি প্রার্থী।বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে ক্রমশই বিজেপির সঙ্গে দুরত্ব বাড়তে থাকে হাসনাবাদের মাস্টারের। রাজ্যের পৌরনির্বাচনের আগে, ২০২২ এর জানুয়ারী তে সল্টলেক স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্থান থেকে বিধাননগর দক্ষিন থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে বাবু মাস্টার কে,বেশ কিছুদিন পরে জামিন পান তিনি।এরপর জুন মাসে বাড়ি ফেরার পথে মুরারীশাহ এলাকা থেকে ফের গ্রেপ্তার হন বাবু মাস্টার,পরে জামিন পান। এরপর থেকে রাজনৈতিক ময়দানে নেই একদা হাসনাবাদে র দাপুটে এই নেতা। রাজনীতিতে না থাকলেও একদা তার সঙ্গী সাথী ছিলেন যারা, তাদের বিপদে তাদের পাশে দাঁড়াতে পিছপা হননি বাবু।গত কয়েকমাসে তার রাজনৈতিক সাথীদের অসুস্থতার খবর পেয়ে বেশ কয়েকজায়গায় ছুটে যেতে দেখা গেছে বাবুকে। প্রসঙ্গত যেখানেই গিয়েছেন, তাকে ঘিরে উপচে পড়েছে জনজোয়ার। কার্যত রুদ্ধ হয়েছে এলাকা।বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয় তিনি, তবুও তার উপস্থিতিতে এই জনজোয়ার কেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, তার অনুগামীরা জানান তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাতেই তারা সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উত্তরপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমানে নির্দল কাউন্সিলর পিনাকী ধামালি তৃণমূলে যোগ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি, ২১ জানুয়ারিঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় রবিবার এক রক্তদান শিবিরে উত্তরপাড়া পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমানে নির্দল কাউন্সিলর পিনাকী ধামালি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এ দিন তার হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি ও শ্রীরামপুর হুগলী সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই। প্রাক্তন চেয়ারম্যানের তৃণমূলে যোগদানকে ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় প্রচুর পার্টি কর্মী ও নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপাড়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিতালী বেজের পরিচালনায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবিরে প্রাক্তন চেয়ারম্যানের তৃণমূলের যোগদান পর্ব হয় ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি শ্রীরামপুর হুগলি সাংগঠনিক তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই তিনি একাধারে বিধায়ক উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি কোন্নগরের পুরচেয়ারম্যান স্বপন দাস উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি সুব্রত মুখার্জি ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল এছাড়া পুরসভার বেশ কিছু কাউন্সিলর। তৃণমূলে যোগদান প্রসঙ্গে প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর পিনাকী ধামালি বলেন আমি তো আগে তৃণমূলেই ছিলাম মাঝে কিছুদিন ছিলাম না এখন তৃণমূলে যোগ দিয়ে খুব ভালো লাগছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে সবাইকে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উত্তরপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন তিনি আবার দলে ফিরে আসলেন খুব ভালো লাগছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে সবাই একসঙ্গে এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। শ্রীরামপুর হুগলি তৃণমূল সংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁইকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়ার পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব।

কান্দি পুলিশের তৎপরতায় ৮ বছর পর ছেলেকে ফিরে পেলো কান্দির পরিবার

মালয়েশিয়া থেকে নিখোঁজ ছেলেকে পেয়ে খুশি কান্দি জুড়ে

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২১ জানুয়ারিঃ কান্দি থানার পুলিশের তৎপরতাই আট বছর পর ছেলেকে ঘরে ফিরে পেলেন কান্দির পরিবার। মালেয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া কান্দির এক ব্যাক্তিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আবারও মানবীকতার নজীর সৃষ্টি করলেন কান্দি থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে বিগত ৮ বছর আগে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের বাগডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সুবল হাজরা সংসারের হাল ফেরানোর লক্ষ্যে কর্ম সুত্রে মালয়েশিয়ার গিয়েছিলেন, তবে সেখানে কাজ করতে গিয়ে বিগত দুবছর ধরে বিপাকে পড়েছিলেন তিনি, তার মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে যাবতীয় নথিপত্র সব হারিয়ে যায় এরপর সুবলের সঙ্গে বাড়ির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এমত অবস্থায় বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। সুবলের খোঁজে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, কান্দি থানার পুলিশের সহযোগীতার আবেদন করেন পরিবার এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কান্দি থানার পুলিশ সুবলের খোঁজ শুরু করেন । কান্দি থানার পুলিশের তৎপরতায় শনিবার সন্ধ্যায় সুবল হাজরাকে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ছেলেকে ফিরে পেয়ে আপ্লুত ও আনন্দিত পরিবার। জানা গিয়েছে সূত্রে জানা গিয়েছে সুবল হাজরা মালয়েশিয়া থেকে গত কয়েকদিন আগে কলকাতা এয়ারপোর্টে ফিরে আসে কোন একটি বিমানে করে, এবং কলকাতা বিমানবন্দরে সুবল হাজরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে থাকে, এরপরই বিমানবন্দরের আধিকারিকেরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তার ঠিকানা বলেন, এবং তখনই বিমানবন্দরের কর্মীরা কান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুভাষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে কান্দি থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করে এবং ওই ব্যক্তি কান্দি থানায় আসার পর কান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুভাষচন্দ্র ঘোষ সুবল হাজরাকে তার পরিবারের সদস্যদের হাতে ফিরিয়ে দেয়। ঘরের ছেলে কি ঘরে ফিরে পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি সুবলের পরিবার। নিজের বাড়িতে ফিরে সুবল অত্যন্ত খুশি। কান্দি থানার পুলিশ এবং স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপ বরালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ।

প্ল্যাটিনাম মাত্রাযুক্ত পরিবেশ বান্ধব জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবার হাওড়া স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া , ২১ জানুয়ারিঃ প্ল্যাটিনাম মাত্রাযুক্ত পরিবেশ বান্ধব জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবার হাওড়া স্টেশনে। বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা হলো জল সংরক্ষণের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ উপায় যা প্রচলিত ও অনুসৃত হওয়া সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি। কিন্তু উন্নতমানের জলের অভাব বর্তমানে উদ্বেগের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়ে উঠেছে। তবে, বৃষ্টির জল যা বিশুদ্ধ এবং উচ্চমানের তা সেচের কাজ, ধোয়ামোছা, স্নান, রান্নার কাজ এবং গৃহপালিত পশুদের অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে এই পদ্ধতিটি। যা পরিবেশের জন্য পূর্ব রেলওয়ে গ্রহণ করেছে। পূর্ব রেলওয়ে সবুজায়ন প্রয়াসের অঙ্গ হিসাবে ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার চেষ্টায় বেশ কয়েকটি রেলওয়ে স্টেশনে বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো আইজিবিসি প্লাটিনাম রেটেড গ্রিন হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন। হাওড়া

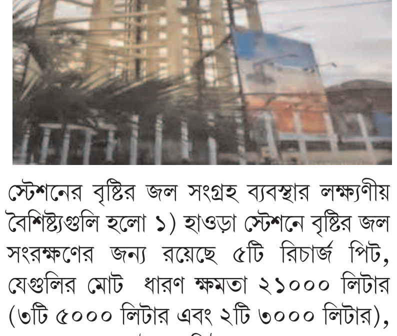

স্টেশনের বৃষ্টির জল সংগ্রহ ব্যবস্থার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হলো ১) হাওড়া স্টেশনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য রয়েছে ৫টি রিচার্জ পিট, যেগুলির মোট ধারণ ক্ষমতা ২১০০০ লিটার (৩টি ৫০০০ লিটার এবং ২টি ৩০০০ লিটার), যাতে হাওড়া স্টেশন নিউ কমপ্লেক্সে এলাকায় প্রতি দিন ২০০০০ লিটার বৃষ্টির জল জমিয়ে সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২) এই ব্যবস্থায় অতিরিক্ত বৃষ্টির জল সংরক্ষণের মাধ্যমে ধোয়ামোছা, পরিষ্কার করা এবং বাগান পরিচর্যার কাজে পুনর্ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো বছরে ৩১৭ লাখ লিটার বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় এবং হাওড়া স্টেশন জুড়ে ধোয়ামোছা ও পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করা হয়। ৩) হাওড়া স্টেশনে পুনর্ব্যবহৃত জলের ব্যবহার নিম্নরূপ ক্) ওয়াটার রিসাইক্লিং প্লান্টের ক্ষমতা ৭.০ মিলিয়ন লিটার প্রতিদিন। খ) এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রতিদিন মোট জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য হয় ৬.০ মিলিয়ন লিটারপ্রতিদিন। গ) হাওড়া স্টেশনে পুনর্ব্যবহৃত জলের ব্যবহার ধোয়ামোছার জন্য জলের প্রয়োজনের ১০০ পুনঃব্যবহৃত জল থেকে পূরণ করা হয়। এবিষয়ে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, পূর্ব রেলওয়ে উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চলে বৃষ্টিস্নাত জল সংরক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ করছে এবং প্ল্যাটফর্ম শেডের উপর পড়া বৃষ্টির জল অপচয় না করে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য বৃষ্টির জল সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে।

রাস্তা জুড়ে আঁকা হচ্ছে আলপনা, কোথাও দেওয়ালে ফুটে উঠছে শ্রী রামচন্দ্রের ছবি

২২শে জানুয়ারীর আগেই এমনই ভাবে সেজে উঠেছে সমগ্র চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ

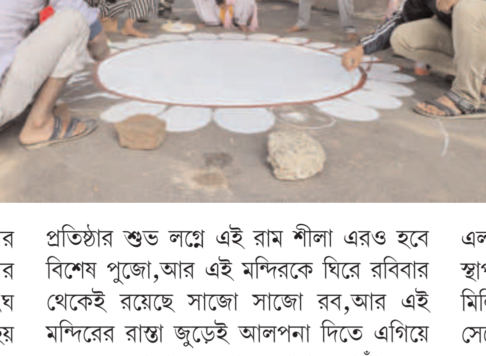

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জানুয়ারিঃ ২২শে জানুয়ারীর দিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অকাল দীপাবলি পালনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলো রাম জন্মভূমি ট্রাষ্ট সহ তার অনুরাগীরাও। আর এই রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে সমগ্র দেশ জুড়ে যেন এক উৎসবের আমেজে। পিছিয়ে নেই নদীয়ার বিভিন্ন প্রান্তও। কোথায় দেওয়ালে আঁকা হচ্ছে শ্রী রামচন্দ্রের অবয়ব, আবার কোথায় রাস্তা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে আলপনা, আর এসবে এগিয়ে এসেছে অসংখ্য স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা। এমনই এক ছবি দেখাগেলো রবিবার নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের প্রতাপনগর এলাকায়। শহরের প্রতাপনগর এলাকায় অবস্থিত রয়েছে সূদর্শন সেবা সংঘ মন্দির, যে মন্দিরে রয়েছে রামশীলা প্রত্যহ হয় যার পুজাও, আর আগামীকাল শ্রী রামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার শুভ লগ্নে এই রাম শীলা এরও হবে বিশেষ পুজো,আর এই মন্দিরকে ঘিরে রবিবার থেকেই রয়েছে সাজো সাজো রব,আর এই মন্দিরের রাস্তা জুড়েই আলপনা দিতে এগিয়ে এসেছে এলাকার পড়ুয়াও। রাস্তায় আঁকা হচ্ছে ছোট, বড় একাধিক আলপনা, শুধু তাই নয়, এলাকার দেওয়ালে দেওয়ালেও রং, তুলির টানে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে শ্রী রামচন্দ্রের ছবিও,কলেজর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বিপুল দত্ত জানায় আগামীকাল রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, অযোধ্যায়, সেই আনন্দেই আলপনার কাজে এগিয়ে আশা,। এ ছাড়াও আগামীকাল নদীয়ার নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর, প্রতাপনগর সহ শহরের ও ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হবে প্রভু রাম চন্দ্রের পুজো।জানা যায় শহরের আগমেশ্বরী পাড়া এলাকায় নিবাসে পাথরের প্রভু রামচন্দ্রের মূর্তী স্থাপন করে করা হবে হোম যজ্ঞ ও পুজো। সব মিলিয়ে রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাক্ষী থাকতে সেজে উঠেছে নদীয়ার নবদ্বীপ শহরও তা বলাই বাহুল্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫৩ সংখ্যা, সোমবার, ৭ মাঘ, ১৪৩০

আফগানিস্থানে নারী স্বাধীনতায় মালালা

বহু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। সেই সব খবর প্রকাশ লাভ করছে না। ভারত যেটুকু মানসিক সাহায্য পাঠাচ্ছে তাই দিয়ে কোনও রকমভাবে বেঁচে রয়েছে আফগানের নাগরিকেরা। ভারত থেকে ওষুধ, খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেখানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। তাই দিয়ে সেখানকার মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করছে। ভারত আর কত সাহায্য করতে পারে। তালিবান সরকারও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। তারা বিদেশ থেকে কোনও পণ্য ক্রয় করতে পারছে না। শুধু মাত্র সাহায্যের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তালিবান সরকার। এইভাবে একটি সরকার কোনও রকমভাবে চলতে পারে না। আবার গণতান্ত্রিক সরকারকে ফিরে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নারী পুরুষদের অধিকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষার অধিকার এবং কথা বলার অধিকার দিতে হবে। সেখান আদালত বলে কোনও কিছুই নেই। তালিবানরাই আদালত। তারাই আইন। তারা স্কুলের শিক্ষক। তারা যা শেখাবে তাই শিখতে হবে। না হলে অফগান থেকে

সম্পাদকীয়

বিতাড়িত না হলে একেবারে শেষ। কোন পথটা গ্রহণ করতে হবে তা জনগণকেই ঠিক করতে হবে। তালিবান শাসনের অবসান চাই। আমেরিকা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে তালিবান ত্যাগ করেছিল। তারা তো গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। তাহলে কেন হঠাৎ করে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিল? এর উত্তর কে দেবে। আমেরিকা কিন্তু এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। তারা আফগানিস্তানে এত বছর ধরে ছিল। কিন্তু আফগান উন্নয়নের জন্য তারা কিছুই করেনি। শুধু মাত্র অস্ত্র এবং সেনা বাহিনী মোতায়েন করা ছাড়া। তারা যদি আফগানের উন্নতি করার কথা চিন্তা করতো তাহলে কিন্তু আফগান এত উন্নতি করতে পারতো। সেটা করতে পারলো না। আফগান গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটল। জঙ্গি সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। যে জঙ্গি সংগঠন একটি সময়ে আমেরিকার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সেই তালিবানরা প্রকাশ্যে আমেরিকাকে বন্ধু রাষ্ট্র বলে স্বীকার করে নেওয়ার ফলে তাদের হাতে আফগানকে তুলে দিয়ে চলে গেল। একটি নৈরাজ্যের মধ্যে আফগান নাগরিকদের ফেলে দিয়ে গেল মার্কিন প্রশাসন। আমেরিকা আফগানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতো। লাভের অঙ্কটা তারা তুলে নিয়েছে। এখন আর তাদের কাছে আফগানের কোনও মূল্য নেই। আফগান নাগরিকেরা মরে গেলে আমেরিকার কিছু যায় আসে না। উল্টে তাদের লাভ হয় বলে মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছে আফগান নেতারা। আসলে আফগানের আমেরিকার এখন একটি সেনা ঘাঁটিতে পরিণত করতে চায়। সেই কারণে তারা তালিবানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আগামী দিনে আফগানে মার্কিন সেনা শিবির স্থাপিত করবে। আফগানে মার্কিন সেনা শিবির থেকে গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ওপরে নজর দারি করার সুযোগ রয়েছে। এবং পাকিস্তানের ওপরে তারা তীক্ষ্ণ নজর রাখতে পারবে। সেখান থেকে চিন দেশের ওপরে নজর রাখতে পারবে। জাপানে মার্কিন সেনা ঘাঁটি রয়েছে। ফলে এশিয়া ভূখণ্ডের ওপরে খবরদারি করতে মার্কিন সেনা শিবির তৈরি করতে চায় বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে বায়ু সেনা শিবির তৈরি করার আগ্রহপ্রকাশ করেছে পে ন্টাগন। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগ তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। তাইওয়ান, আফগান, জাপান এবং ভারত মহাসাগরের ওপরে যে সেনা শিবির রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তালার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করবে আমেরিকা। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর। এদিকে ভারত আফগান সরকার সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে। ভারত কোনও রকমভাবে আফগানের তালিবান সরকারকে ভালো নজরে দেখছে না। বন্ধু সরকার বলে তালিবানকে গ্রহণ করছে না ভারত। তালিবানদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভারত বায়ু সেনার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। লাদাখে বায়ু সেনা ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছে।

কাশ্মীরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী

বিজেপি নেতারা আগামি দিনে জম্মু কাশ্মীরে একজন দক্ষ হিঃদু পণ্ডিতকে মুখ্যমন্ত্রী করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাকি খেলা খেলবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিকে তালিবানরা বলেছে যে তাদের কাশ্মীর নিয়ে কথা বলার অধিকার তাদের আছে। এই কথা বলার পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাকিস্তানের প্রশাসন কাশ্মীরের ব্যাপারে আগামি দিনে তালিবানদের সহযোগিতা নিতে পারে সেই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না ভারত। তালিব নেতা জবিউল্লা মুজাহিদ বলেছিলেন, কাশ্মীর তালিবানদের এক্তিয়ারের বাইরে। আপাতত আফগান নিয়ে আমরা ব্যস্ত রয়েছি। তালিবানদের রাজনৈতিক উপদেষ্টা শের মহম্মদ আব্বাস স্তানিকজাই বলেছিলেন, কাশ্মীর সমস্যা ভারত পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সমস্যা। এর সঙ্গে আফগান জড়িত হতে চায় না। দুই দেশ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তার সমাধান করে নেবে বলে আমরা মনে করি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক অবশ্য এই মন্তব্যে একেবারে গলে যেতে রাজি নয়। তারাও সতর্ক হয়ে থাকতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরের অতিরিক্ত সেনা পাঠানো শুরু করা হয়েছে। কাশ্মীরকে এখন রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। উপত্যকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তবেই কাশ্মীরে সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাববে কেন্দ্র। এদিকে চিন যেভাবে তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে নির্লজ্জের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত তথা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র অবাক হয়ে গিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে আমেরিকার আফগানিস্তানে ছিল। সেখানকার সরকার কুড়ি বছর ধরে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেনি। সামরিক দিক দিয়ে বলিয়ান হতে পারেনি। শুধু আমেরিকার সেনাদের ওপরে ভড় করে আফগানিস্তানের স্বাধীন সরকার চলতে শুরু করে। কিন্তু একটি সময়ে আমেরিকার সেনারা আফগান পরিত্যাগ করলে তখন গোটা দেশের নিরাপত্তার কী হবে তা নিয়ে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি গণি সরকার বা কারজাই সরকার। ফলে তালিবানদের হাতেই আবার গোটা আফগান চলে গিয়েছে। তালিবানদের হাতকে শক্তিশালী করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের সেনারা তালিবানদের দলে নাম লিখিয়ে তারাই পরোক্ষভাবে তালিবানদের আফগান দখল করার মদত দিয়েছে। চিন তালিবানদের পাশে রয়েছে বলে জানিয়েছে। এটা করা ছাড়া চিনের আর কোনও উপায় ছিল না। চিনকে এখন কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর রক্ষা করতে হবে। চিনকে ভারত জানিয়েছে যে কাশ্মীরের আর্থিক কড়িডর তৈরি করার কোনও অধিকার নেই চিন সরকারের। তাতে চিনের আত্মে ঘা লেগেছে। দিল্লি বিদেশ মন্ত্রক এতদিন ধরে যা আশঙ্কা করে আসছিল তা সত্যে পরিণত হল। তালিবান মুখপাত্র সোহেল শাহিন বলেছেন, তালিবান মুসলিম সংগঠন। কাশ্মীরের মুসলিমদের হয়ে কথা বলার অধিকার তালিবানদের রয়েছে। ভারত সরকার ভারতের ইসলাম ধর্মী মানুষগুলোর একটি অংশ তালিবানদের পক্ষে সায় দিলেও শিক্ষিত মুসলিমরা তালিবানদের কাবুল দখল করে নেওয়াটাকে ভালো নজরে দেখেনি।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের বাণী

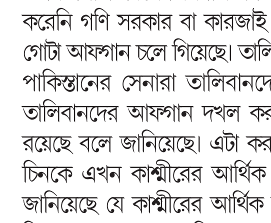

অন্য শিশুদের ভালোবাসলে কোনও পাপ হয় না। তাতে পুন্য হয়। অপর শিশুর সেবা করা হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা করা। অপরের মুখে হাসি ফোটানোই হচ্ছে ঈশ্বরের অন্যতম আর একটি বিশাল কাজ। যিনি অপরের মুখে হাসি ফোটানোর কাজ করেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

গান্ধীজি, নেহরু, বাজপেয়ী এবং আরএসএসের রামমন্দির

রবীন্দ্র কুমার শীল

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ মনে করে যে হিন্দুদের ওপরে বারবার আক্রমণ এসেছে। কিন্তু হিন্দুরা কোনও কথা বলেনি। প্রতিবাদ করেনি। যুদ্ধও করেনি। তাদের ধর্মের ওপরে আঘাত আসতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই সব আঘাতকে সহ্য করতে হয়েছে হিংদুদের। এই বিষয়ে কেউ কোনও কথা বলে না। কেন নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র হয়ে থাকলো, ভারত কেন হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারলো না? তার জবাব কেউ দিতে পারছে না। আসলে ভারতবাসীরা বিদেশি শক্তির কাছে পদানত হয়ে থাকতে থাকতে তারা এখন দাসত্বকে গ্রহণ করে নিতে শুরু করে দিয়েছে। দাসত্বের মধ্যে দিয়ে চরম শান্তির পথকে খুঁজে বের করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। ভারতবাসী মোঘলদের দাসত্বকে গ্রহণ করেছে। সুলতানীদের দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। তুঘলক এবং খিলজি শাসন কালে ভারতবাসীরা তাদের কাছে দাসানুদাস হয়ে ছিল। আবার আধুনিক যুগে ব্রিটিশ, ফরাসি ডাচদের পদানত ছিল। ভারতবাসীরা স্বাধীন হয়ে থাকতে শুরু করে দিয়েছিল ১৯৫০ সালের পর থেকে। যখন ভারত প্রজাতন্ত্র দেশ হিসাবে নিজস্ব সংবিধান দ্বারা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হল। এর আগের ইতিহাস হচ্ছে ভারতের পদানতের ইতিহাস। রাজস্থানকে পরাস্ত করতে দিল্লির সম্রাট সেনা বাহিনী প্রস্তুত করছে। দক্ষিণ ভারতকে পরাস্ত করতে মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আসলে ভারতকে পদানত রাখতেই তৎকালীন শক্তিশালী রাজারা তাদের শক্তিকে প্রয়োগ করেছিল। এই সব শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন শিবাজি, রানা প্রতাপ, জয় সিংহ, রানী লক্ষনীবাঈ প্রভৃতি। এবারে ভারত সেই সব বিদেশি শক্তির অধীনে আর ভারত নেই। তাই এখন আরএসএসসহ বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে এসেছে ভারতের তাদের আদর্শ চরিত্র রাম নামে অযোধ্যায় একটি মন্দির নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করতে। রাম রাজ্য স্থাপন করার স্বপ্ন দেখে ছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। তিনি নিজে 'রাম চরিত' পাঠ করতেন। ভারতখ্যাত লেখক এস ওয়াজেদ আলিও রামায়ণ পাঠ করতেন। তিনি রামায়ণ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। সেই কারণে ভারতের চিরকালীন দর্শনকে তিনি রামায়ণের মধ্যে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি 'ভারতবর্ষ' নামক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন ভারতে 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে'। কেন্দ্রে মোদি সরকার সেই ট্র্যাডিশনকে বহন করে নিয়ে চলেছে। আধুনিক ভারত যখন ডিজিটাল ভারত স্থাপন কররা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ভারতবাসীর একটি আইডেন্টি টি থাকার খুবই প্রয়োজন যা মহাত্মা গান্ধী অনুভব করতেন। সেই আইডেন্দি টিকে প্রতিষ্ঠা করতে এবারে আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাম মন্দির ট্রাস্ট সহ আরও বেশ কয়েকটি সংস্তা ঐক্যবদ্ধভাবে এক যোগে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠায় মগ্ন। রাম নাম বহু বিদেশে সমানভাবে বিরাজ করছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা থেকে শুরু করে একেবারে নেপাল যে দিকেই তাকানো যাক না কেন সব দেশেই রামের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

আধুনিক ভারত গড়তে যে শিল্প এবং উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ব্রিটিশ রাজশক্তি থেকে যখন স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তখন পণ্ডিত নেহরু তখন শিল্প স্থাপন করার ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ইস্পাত কারখানা খোলার কথা চিন্তা করতেন বেশি করে। তিনি ধর্মনিপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই কোনও একটি ধর্মের ওপরে বেশি আস্থা প্রকাশ করতেন না। সব ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন পণ্ডিত নেহরু। ফলে ধর্ম নিয়ে তিনি বেশি চিন্তা করার চেয়ে শিল্প এবং আধুনিক ভারত গড়ে তোলা যায় কীভাবে সেটাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ করার চেয়ে তিনি নদীতে বাঁধ দেওয়াকে বেশি করে গুরুত্ব দিতেন। দেশের কৃষি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিল্প ব্যবস্থার পরিবেশ যথেষ্ট উপযুক্ত যাতে হবে পারে তার চিন্তাভাবনা করতেন। পণ্ডিত নেহরু বলতেন, ' এই সব কাজকে (ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে) আমি মন্দির এবং ধর্মস্থানের মতো পবিত্র বলে গণ্য করি এবং আমি যখন এই সব কাজ পরিদর্শন করি, তখন মনের মধ্যে বেশি করে

ধর্মভাব অনুভব করি।'' আসলে নতুন ভারত গড়তে গেলে শুধু মন্দির গড়লে চলবে না। ভারতে বহু মন্দির রয়েছে। নতুন করে আর মন্দির গড়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব মন্দির রয়েছে সেই সব মন্দির থেকে ভারতের হিন্দু ধর্মকে পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন মহান ভারত গড়তে গেলে প্রয়োজন শিল্প কলকারখানা তৈরি করার। দেশের দারিদ্রকে দূর করা। এটা না করতে পারলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে। পড়তে হবে। তবেই আধুনিক ভারত দ্রুত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ভারতের কোটি কোটি মানুরে কোনখানে দুঃখের পাহাড় জমে রয়েছে সেই সব স্থানকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে বহু গ্রাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুখা মরসুমে চাষিরা চাষের জল পাবে। নেহরুর কাছে নদীর বাঁধটা হচ্ছে মন্দির। তাঁর কাছে কোনও ধর্মীয় মন্দির বলে গ্রাহ্য হয় না। তিনি বলেন, ধর্মীয় মন্দিরের প্রতি তাঁর কোনও অনীহা নেই। তবে তিনি চান উন্নত ভারত গড়ে তুলতে। সেই কারণে তাঁর কাছে প্রযুক্তি শিল্প কলকারখানা হচ্ছে মন্দিরের মতো। এটা দেশকে উন্নত করে তোলার এক একটি মন্দির। যে মন্দির ভারতবাসীকে রক্ষা করতে সক্ষম সেই মন্দিরকে তিনি চিহ্নিত করে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ঠিক একমই রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও মন্দির বলতে বুঝেছেন তথ্য প্রযুক্তি। আজকে যে ডিজিটাল ভারতের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে শুরু করে গিয়েছিল। তার আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে জোর দেওয়া শুরু হয়। তথ্যপ্রযুক্তি যদি ভারতের না আসে তাহলে আধুনিক ভারত বা মহান ভারতবর্ষ গড়ে তোলা একেবারে কঠিন হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, আমার মতে, আধুনিক অর্থনীতিতে আধুনিক ভারতের মঃদর হল আইটি পার্ক এবং সফটওয়ার সংস্থার ক্যাম্পাস।'' সেটাই সেটাই উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব হচ্ছে। আজকে যে যুগটা পড়েছে সেটা সফটওয়ারের যুগ বলা যেতে পারে। ডিজিটাল ভারত বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ভার্চুয়াল ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মঃদির দর্শন করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করতেন না। তিনি মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার। শুধু ধর্মীয় মন্দির ভারতে বহু রয়েছে। এক পা ফেললে বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পুজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দফতর, বা একটি কলকারখানা যেভাবে মানব সেবার কাজে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম সেটা আর কোনও মন্দিরের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের যুগে মন্দির হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলাগুলো যা দিয়ে মানব জাতির উন্নয়নের সোপান। আধুনিক যুগে চলবান বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে প্রতিটা ভারতবাসী সেই সব শিল্প মন্দির তৈরি করতে হবে। সেটা করতেই উৎসাহী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী। ১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপের চেখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবতগীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মঃদিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে আরআসএসের যুগ্ম সম্পাদক আরও বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেংদ্রপ্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মঃদরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেঃদ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি। তবে অনকেই বলেছেন যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে সংরক্ষিত করে রাখার। সেখানে কোনও নতুন করে শিল্যানাস করার বিরোধী ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে কোনও রকমভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় সেটা নেহরু জানতেন। সেই কারণে সোমনাথ মন্দির নিয়ে কোনও রকমভাবে আবার ধর্মীয় উস্কানি যাতে শুরু না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ধর্মনিরপেক্ষ এর প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

বিশ্ব রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন অযোধ্যার রাম মন্দিরের দিকে

সারা বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র নেতারা এখন অযোধ্যার রাম মঃদরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। অধিকাংশ ভারত বিরোধী রাষ্ট্র নেতারা উকণ্ঠিত যে অযোধ্যা ঘিরে ভারতবাসীরা যেভাবে উত্তেজিত হয়ে রয়েছে তাতে হিঃদুত্ব বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। হিনদুত্ব শক্তিশালী হলে তাদের ভারতের ওপরে খবরদারি কমতে থাকবে। ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করে গেড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েপ্রধানমন্ত্রী মোদি তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে হায়দ্রাবাদে তৈরি হল বোয়িং টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেঃটার। এরপরে রাফাল যুদ্ধ বিমান তৈরি করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন ভারত। ভারতের প্রজানন্ত্র দিবসের দিনপ্রধান অতিথি হয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেনট মাকরঁ। তিনি সেখানে না হলেও পরে ঘোষণা করবেন ভারতের মাটিকে রাফাল যুদ্ধ বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরি করা হবে। ধাপে ধাপে রাফাল নির্মাণ কারখানা তৈরি করবে ভারতের মাটিতে। এদিকে পাকিস্তান রাম মঃদির নির্মাণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেখানকার হিঃদু পরিবারের সদস্যরা ভারতের রাম মঃদির নির্মাণকে স্বাগত জানিয়েছে। নেপাল এখন আবার বারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে রাম এখন ভারতকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের দোরগোড়ায় নিয়ে এসেছে। কারোর সঙ্গে মতবিরোধ নয়। সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাই হল ভারতের লক্ষ্য। বারতের প্রধানমন্ত্রী নরেদ্র মোদি সেই কথাই সর্বাগ্রে বলতে শুরু দিয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের নামকে স্মরণ করলেন। তিনি মনে করেন কবি নজরুল ইসলাম ধর্মের মানুষ হয়ে ভারতের সংস্কৃতিরপ্রধান চরিত্র রামকে মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই কারণে তিনি শ্যামা সঙ্গীত থেকে শুরু করে সব হিঃদুদের দেবদেবীকে সঙ্গে কবিতা গান রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা দেখতে পাওয়া গিয়েছে। 'মন জপ নাম, শ্রীরঘুপতি নাম' গানটি রচনা করেছিলেন নজরুল। তার ফলে তিনি রামকে নিজের অন্তরস্থলে স্থান দিয়েছিলেন। অনেকে বলে থাকেন যে রাম জন্মগ্রহণ করার আগেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। তবে রাম বলে কোনও রাজা ভারতবর্ষে ছিল কিনা

তা জানা যায় না। তার কোনও ইতিহাস সত্যতা নেই। কিন্তু ভারতের মহাকাব্য যেহেতু রামায়ণ সেই কারণে এই বাক্যগ্রন্থেরপ্রতিটি ঘটনাকে বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়ে থাকে। ভারতের আর একটি মহাকাব্য রয়েছে। মহাভারত। মহাভারত নিয়ে এতো বিতর্ক নেই যা রামায়ণকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। রামচঃদ্র যে সীতাহরণের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং প্রজা বাৎসল্য রাজা ছিলেন সেই কথাকে প্রচার করতেই রামায়ণের এত সুনাম। আসলে মহাভারতের যে জটিল কূটনীতি রয়েছে তার চেয়ে রামায়ণ অনেক বেশি কূটনীতি কৌশল থেকে সরে রয়েছে। রামায়ণের মধ্যে বৈদিক ভারতের চিত্রটা চিত্রায়িত হয়েছে। তার ফলে রামায়ণ কাব্যগ্রন্থটি বেশি করে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। মহাভারতের বহু ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ভারতের মিল রয়েছে। ফল মহাভারতকে সহজেই গ্রহণ করতে পারেনি। মহাভারতের জটিল কুটনীতি চাল ভারতের জনগণকে মোহিত করতে যত না বেশি সক্ষম হয়েছে তার চেয়ে রামায়ণ অনেক বেশি ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। যার ফলে রামায়ণ নিয়ে একটি আন্তর্জটিক চর্চা কেঃদ্র গড়ে ওঠে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি রাম রাজ্য স্থারপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি রামায়ণের পরম ভক্ত ছিলেন। শুধু গান্ধিজি নন, আরও বহু রাজনৈতিক নেতারা রামায়ণের ভক্ত। তারা রাম সীতাকে জাতীয় চরিত্র বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আজকে অযোধ্যায় সেই রামমঃদির ভূমি পুজো হতে চলেছে। আর কয়েক ঘঃটার মধ্যে দেশেরপ্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে অযোধ্যার রামমঃদিরের ভূমি পুজো শুরু করে দেবেন। এটাই এখন সবচেয়ে বড় খবর। সারা বিশ্বের লোকেরা যারা ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা করে থাকেন তাদের চোখ এখন অযোধ্যার দিকেপ্রসারিত হয়ে গিয়েছে। প্রতিটা মুহুর্তে সেখানকার খবর সম্প্রচার করা হচ্ছে বিভিন্ন চ্যানেলে। এসে গিয়েছে বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকার মতো জগৎ বিখ্যাত টিভি চ্যানেলগুলো। তারাও জোরদার প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। অযোধ্যার রামমঃদিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে তা নিয়ে বিশ্লেষণ মূলক প্রচার শুরু করে দিয়েছে চ্যানেলের সাংবাদিকেরা। এখন ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খবর হচ্ছে অযোধ্যা। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি প্রথম থেকে তদারকির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাম মঃদিরের ভিত্তি স্থাপন করার আগে বেশ কয়েকবার সফর করে গিয়েছিলেন এবং ভিত্তি স্থাপনের কাজ যাতে সুসম্পন্ন হয় তার কথাও তিনি ব্যক্ত করেন।

অযোধ্যা প্রস্তুত রাম মন্দির উদ্বোধন করতে

রামমঃদিরের ভূমি পুজাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদ্বাধন করতে উপস্থিত। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ থেকে শুরু করে বারতের প্রধান বিচারপতি উপস্থিত থাকছেন রাম মঃদির উদ্বোধনের দিনে। গোটা উত্তর প্রদেশ প্রশাসন এবং অযোধ্যা রাম মঃদিরের বোর্ড সদস্যরা সকলেই প্রস্তুত। দেশের প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিভাগ প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে মানসিকপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছে। তিনি রাম মঃদিরের ব্যাপারটাকে এখনপ্রশাসনিক স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন না। এটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে কেঃদ্রীয় প্রশাসন কোনও রকমভাবে যুক্ত হওয়াটা একেবারে পচ্ছ ঃদ করছেন না প্রধানমন্ত্রী। উত্তর প্রদেশ সরকারের ব্যাপার এটা। তারা এটার দেখভাল করছে। ফলে কেঃদ্রীয়প্রশাসনিক বিভাগ এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন হয়ে থাকছে। জানা গিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফর সূচির কোনও পরিবর্তন করেনি। আগে যা ছিল তাই আছে। প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা সফরসূচিটাকে গোপন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে সেখানে অতিরিক্ত ভিড় সমাগম না হয়। অতিরিক্ত ভিড় হলে তাকে সামাল দেওয়া খুবই অসম্ভব পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে এসপিজিপ্রকেটকশন গ্রুপের। ফলেপ্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে গোটা বিষয়টাকে খুবই গোপনীয় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তবে অযোধ্যায় রাম মঃদির করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মোদির উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে এসেছেন স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ। এর আগে মুরলী মোহন জোশী থেকে শুরু করে লালকৃষ্ণ আদবানি মতো বিজেপির নেতারা তো ছিলেন। বিজেপি নেতা ছাড়াও উত্তরপ্রদেশের বহু রাজনৈতিক দলগুলোপ্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিয়েছিল রাম মঃদির গড়ে তৈরির ব্যাপারে। তবে বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মঃদির করার ব্যাপারে বহু আপত্তি থাকলে সেটা কিন্তু দেশের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। এদিকে আমন্ত্রণ পত্রে প্রধানমন্ত্রীর নাম ছাপানো হয়ে গিয়েছে। তার মানে তিনি আসছেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী রোজের রুটিনের পরিবর্তন হয়েছে। যদিও তাঁর সফর সম্পর্কে কোনও খবর আগাম প্রকাশ করা হচ্ছে না। তিনি কখন কোথায় যাবেন তা অনুমানিকপ্রায় দুই দিন ঘঃটা আগে থেকে জানানো হচ্ছে। অযোধ্যার ভিত্তি স্থাপন বা ভূমি পুজোকে কেংদ্র করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। এসপিজিরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তার চারিদিককার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছেন।

এদিকে লিবেরহান কমিশনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনমোহন সিং লিবেরহানের মন্তব্য মসজিদ ভাঙা অন্যায় হয়েছিল। তা ছিল অপরাধ।' তিনি মনে করেন বাবরি মসজিদ ভাঙার মামলা স্বাধীন ভাবে চলবে। সুপ্রিম কোর্টের রামমঃদিরের রায়, রামমঃদির শিল্যানাসের ওপরে কোনও প্রভাব ফেল্‌বে না। ১৯১২ সালে ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের ধ্বংসের দশ দিনের মাথাতে এই ঘটনার তদন্তে লিবেরহান কমিশন গঠন করা হয়েছিল।প্রায় ১৭ বছর পরে রিপোর্ট জমা পড়ে। লিবেরহান কমিশনে বলা হয়েছে মসজিদের ওপরে হামলা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল। আরএসএস ক্যাডারদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঘটনাস্থলে নেতারা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। এদিকে আদবানি এবং জোশী নিজেরে নির্দোষ বলে ঘোষণা করতে শুরু করে দিয়েছেন। লিবেরহান রিপোর্টে বলা হয়েছে যে সঙ্ঘ পরিবার এই ঘটনার জন্য দায়ী। শুধু ক্ষমতার লোভে বিজেপি-আরএসএস- বজরং দল-বিশ্ব হিঃদু পরিষদ-শিব সেনা দলের বহু নেতারা এই ধ্বংস কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে যে আইনের শাসনের গুরুতর লঙ্ঘন। রামমঃদিরের শিল্যানাস দেখার ব্যাপারে প্রাক্তন বিচারপতি লিবেরহানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রামমঃদিরের শিল্যানাস সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই।

এদিকে অযোধ্যার রাম মঃদিরের উদ্বোধন নিয়ে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন লালকৃষ্ণ আদবানি। ইতনি উপস্থিত থকবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে শ্রীরামমঃদির তীর্থ ট্রাস্ট থেকে বলা হয়েছে যে লালকৃষ্ণ আদবানি এবং মুরলী মোহন জোশী ভিডিয়ো কনফারেন্স এর মাধ্যমে শিল্যানাসে যোগদান করেছিলেন। ট্রাস্টের তরফে চম্পত রাই বলেছেন, লালকৃষ্ণ আদবানি এবং জোশীর বয়সের কথা চিন্তা করেই তাঁদের দিল্লি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগ দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছিল।

হেরিটেজ ঃ কলকাতার রাম মন্দির

কলকাতার রাম মন্দির রয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে। ঠিক মহাজাতি সদনের পাশেই। এখানে রোজ রাম এর পুজো থেকে শুরু করে আরতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন শেঠ সুরজমল নাগরমল। তারা এই মন্দির তৈরি করার পাশাপাশি একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। একটি স্কুলও তৈরি করা হয়। সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল সেখানে রয়েছে। ভোগ বিতরণ করা হয়ে থাকে। রাম নবমীর দিন এখানে বড় ধরনের উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। দূর দূরান্ত থেকে সাধু সন্তরা এখান এসে রাম সাধনা করার পাশাপাশি রাম ভজনা করে থাকে। বহু ভারত বিখ্যাত শিল্পীরা এসে এখানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে গিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কলকাতায় থাকার সময়ে এই রাম মঃদিরে পুজো দিতে আসতেন। বিজেপি দলেরপ্রয়াত নেতা বি কান্তি শাস্ত্রী এখানে এসে রাম নবমীর দিন পুজো দিতেন। কলকাতার আশপাশে বেশ কয়েকটি রাম মন্দির তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়মণ্ড হারবার রোডের রাম মন্দির।

অযোধ্যার রাম মন্দিরের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে জলপাইগুড়িতেও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যার রাম মন্দিরের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে জলপাইগুড়িতেও। রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে জলপাইগুড়ির ব। গোশালায়। শুরু হয়েছে রামকথার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য রাম ভক্তরা। জলপাইগুড়ির গোশালায় আয়োজিত রামকথা অনুষ্ঠান চলবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২২ জানুয়ারি অনেক বড় মাপের অনুষ্ঠান করা হবে এখানে। সন্ধ্যায় হবে দীপাবলি উৎসব। উদ্যোক্তারা বলেন, ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন সেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক ভক্তরা অযোধ্যায় রাম মন্দিরে যেতে পারছেন না। সেইসব মানুষদের জন্যই জলপাইগুড়ির এই বড় গোশালায় রাম কথার আয়োজন করা হয়েছে। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত রামকথার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এখানে। ২২ই জানুয়ারি অযোধ্যায় শুভ উদ্বোধন হতে চলছে ৫০০ বছরের পরিকল্পিত রাম মন্দির। সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন নগর বেলবাড়ি অঞ্চলের রাম ভক্তরা। এদিন শুরুতেই কলস যাত্রার মধ্য দিয়ে এলাকার নারী পুরুষ সকলে উল্লাস উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাস্তা পরিক্রমা করেন।

বারুইপুর পুলিশ সুপারকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে দিতে বললো ডিভিশন বেঞ্চ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে দিতে বললো ডিভিশন বেঞ্চ। পুলিশ সুপারকে চার সপ্তাহের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে দিতে বললো কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে এক প্রবীণ ব্যক্তির নিখোঁজ সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলে। অভিযোগ, প্রমোটারদের ষড়যন্ত্রে নিখোঁজ হন তিনি। বারুইপুরের এই প্রবীণ নিখোঁজ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিখোঁজের ছেলে। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় চার সপ্তাহের মধ্যে ফের পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে ।আদালত সূত্রে জানা যায়, বারুইপুরের সালেপুরের বাসিন্দা গোপাল সর্দার জন্মসূত্রেই পৈতৃক ভিটেতে থাকেন। বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তিনি। বাড়ির পাশেই সালেপুর যুববৃন্দ সংঘ নামে একটি ক্লাব রয়েছে । ক্লাবের সদস্যরা গোপাল সর্দারের বসতবাটির জায়গায় প্রোমোটিং করতে উৎসাহী বলে তাঁকে জানান । তবে তিনি তাতে রাজি না থাকায় জোর করে তাঁর পৈতৃক ভিটে দখল করার

চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। প্রোমোটিংতে বাধা দিলে গোপাল সর্দার ও তাঁর পুত্র বাবাই সর্দারকে বেধড়ক মারধরও করা হয়।এ বিষয়ে স্থানীয় বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশ ঠিক মতন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন গোপাল সর্দারের পুত্র বাবাই সর্দার। তাঁর অভিযোগ, আদালতে মামলা করার পর তাঁদের পরিবারের উপর আরও আক্রমণ শুরু হয়। নানারকম ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া চলে । এবং তাঁদের মামলা তুলে নিতে চাপ সৃষ্টি করা হয় ।গত বছরের ২৯ অক্টোবর হঠাৎ করে গোপাল সর্দার নিখোঁজ হয়ে যান । ৩০ অক্টোবর বাবাই সর্দার স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় ০৩ নভেম্বর ফের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । তাঁর বাবাকে হয় অপহরণ করা হয়েছে অথবা নয়তো মেরে ফেলা হয়েছে বলে আশংকা করছেন নিখোঁজ এর ছেলে। বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও গত ১৭ নভেম্বর অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। কিন্তু কোনও পুলিশি সক্রিয়তা চোখে পড়েনি ওই পরিবারের। আর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনায় পুলিশ কী তদন্ত করেছে? তার কেস ডায়েরি-সহ অন্যান্য নথি ডিভিশন বেঞ্চে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে এই মামলার শুনানিতে পুলিশি রিপোর্টে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ। জেলার পুলিশ সুপারকে এই মামলার কিনারা করতে চার সপ্তাহের সময়সীমা বেঁধে দেয়।-

শাড়ির ফটো ফ্রেমে নেতাজীর মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুললেন ফুলিয়ার পদ্মশ্রী তাঁত শিল্পী

মলয় সুর, ২১ হুগলি, ২১ জানুয়ারি ঃ জামদানি শাড়ির উপর কখনো তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু ,প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং , কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। এরকম কয়েক হাজার ফটো ফ্রেম তৈরি করেছেন। এবার জামদানি শাড়িতে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মুখাবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন নদীয়ার ফুলিয়ার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত তাঁত শিল্পী বীরেন কুমার বসাক। নেতাজির ১২৮ তম জন্মদিনে এভাবেই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন ৭৩ বছর বয়সেরই শিল্পী। আগামী বুধবার ২৩ শে জানুয়ারি দেশব্যাপী পালিত হবে নেতাজির ১২৮ তম জন্ম দিবস। তার আগে ফুলিয়া তাঁত শিল্পীর এমন সৃষ্টিকলা দেখে উচ্ছ্বসিত সকল প্রতিবেশীরা। শাড়িতে বিভিন্ন মনীষীদের মুখাবয়ক ফুটিয়ে তুলে নজির সৃষ্টি করেছেন বর্ষীয়ান শিল্পী বীরেন বাবু। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। জামদানি করা সিল্কের উপর কালো সুতোর কাজে এমন শাড়ি তৈরিতে শিল্পীর সময় লেগেছে দেড় মাস। এতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে ঘোরিন্দা গ্রামে তার জন্ম। ওই গ্রামে জাদু সম্রাট পি সি সরকারের আদি বাড়ি। বর্তমানে নদীয়ার ফুলিয়া চটকা তলার বাসিন্দা। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় ১৯৬৩ সালে তিনি ফুলিয়া আসেন। সেই সময় ফুলিয়া স্থানীয় বাসিন্দা যোগেন্দ্র মোহন বসাকের কাছেই তার ঠাঁই হয়।

এর আগে উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ছিলেন। মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তাঁতের কাজ শুরু হয়। তখন থেকেই তাঁত বোনার কাজ ও কাপড় ফেরি করে বিক্রি করেন। প্রসঙ্গত দীর্ঘ প্রায় .৬০ বছর ধরে জামদানি শাড়ি নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ৭০০ পিস সুতির শাড়ি তৈরি করে রেকর্ড করেন। এই জন্য ২০১৮ সালের ১৯ শে জুন গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে রেকর্ডসেও তার নাম লিপিবদ্ধ হয়। ২০২১ সালের ৯ ই নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে রামনাথ কোবিন্দে কাছ থেকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন। তার ঝুলিতে রয়েছে জাতীয় পুরস্কারের সম্মান। উল্লেখ্য ১৯১৮ তে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক হ্যান্ডিক্রাফট হ্যান্ডলুম মেলাতে যোগ দেন। সেখানে বহু দেশ আসেন তাদের মধ্যে বাংলাদেশ, চীন ,জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান প্রমুখরা। সেখানে বীরেন বাবুর শাড়ির কদর উচ্চ প্রশংসা পায়। এই কর্মঠ শিল্পী ক্ষোভ রয়েছে জীবদ্দশায় তিনি একটি মিউজিয়াম করতে ইচ্ছুক কিন্তু কোন রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। সবাই উদাসীন রয়েছেন। তার একমাত্র ছেলে অভিনব বসাক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। বীরেন বাবু স্ত্রী বাণী বসাক ওনার এই সাফল্যের পিছনে অনেকটা অংশ জড়িয়ে রয়েছেন।

খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে

দুরন্ত বার্তা, জলপাগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৪ ঘন্টায় সাধারণত মেঘলা আকাশ থাকবে খুব হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি সকালের দিকে কুয়াসাও থাকবে। কলকাতায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২০ ডিগ্রি এবং ১৫ ডিগ্রী থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টিপাত দু এক জেলায় যেমন দুই মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম দুই চব্বিশ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি নদীয়াতে খুব হালকা বৃষ্টিপাতের অনুমান করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে তুষারপাতের সম্ভাবনা থাকছে। ২২ তারিখে দক্ষিণবঙ্গের শুকনো আবহাওয়া থাকবে।

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity & Block Development Officer Pursurah for Cons. Of Boundary Wall, PCC Road & Dining Hall under Pursurah Panchayat Samity. Last date for submission of Tender: 02/02/24 up to 11.00 am. Tender ID No 2024_ZPHD_650189_1 to 05, 2024_ZPHD_650534_1 to 03 & 2024_ZPHD_650718_1 to 04. Wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
PursurahHooghly**

ভাষা সাহিত্যে আজও প্রাসঙ্গিক সুকুমার সেন

কৌশিক দাস ঃ সুকুমার সেনকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে গেলে সুকুমার সেনকে স্মরণ করতেই হবে। নিজেকে কখনও পণ্ডিত হিসেবে দাবি করেন নি বরং নিজেকে পাণ্ডিত্যের পন্থী বলতে ভালবাসতেন। বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। সুকুমার সেন ছিলেন একজন ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য বিশারদ। বৈদিক ও ধ্রুপদী সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক ভাষায় তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণতত্ত্ব আলোচনাতেও তিনি তার বৈদগ্ধের পরিচয় রেখেছিলেন। কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয়. হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সব থেকে পছঃেদর সাবজেক্ট ছিল গণিত,সেই সময়ে বীজগণিত নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন।ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিস্কৃত থিয়ারেম পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তবে দু ঃখের বিষয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হযে .গণিত ছাড়তে হয় কারণ সেখানে গণিত ছিল না। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. পরীক্ষায়

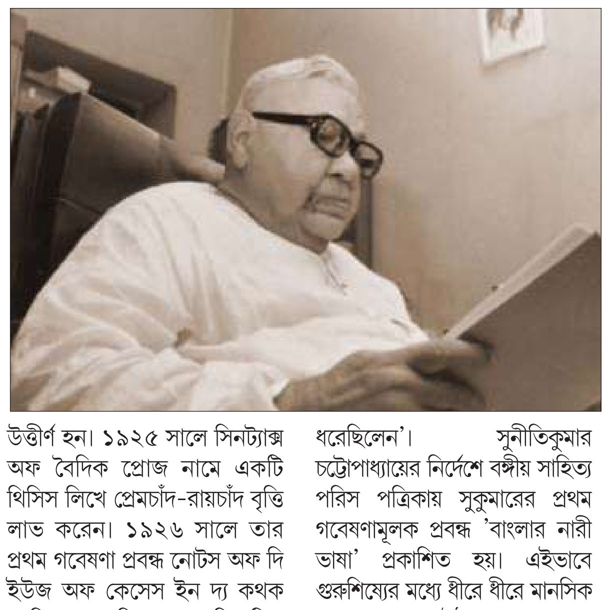

উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে সিনট্যাক্স অফ বৈদিক প্রোজ নামে একটি থিসিস লিখে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৬ সালে তার প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ নোটস অফ দি ইউজ অফ কেসেস ইন দ্য কথক সংহিতা প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে। এরপর মধ্য ও আধুনিক (বাংলা) আর্যভাষার ঐতিহাসিক পদবিচারের উপর গবেষণা করে তিনি পি.এইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। যখন এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন একটি বাক্যে একটি পদে সামান্য ভুল, সুকুমার উত্তর পত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচার্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখে দিয়েছিলেন আসল উত্তর। সুনীতিকুমার সেই ঘটনা ভুলে যান নি, বেশ কয়েক বছর পরে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের সঙ্গে অন্যতম প্রিয় ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলেন 'ইনি আমার ছাত্র,আমার প্রশ্নপত্রে ভুল ধরেছিলেন'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসদ পত্রিকায় সুকুমারের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বাংলার নারী ভাষা' প্রকাশিত হয়। এইভাবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি, কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস 'রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজপ্রাপ্য তো নয়। তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায়,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ। সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয়। তাই তাঁর সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য। সারাজীবন সুকুমার সেন পুরস্কার তিরস্কার কে ভ্রুক্ষেপ করেন নি, সংবর্ধনা -পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু যা প্রাপ্য ছিল তা পাননি। বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণপদক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন, বলেছিলেন নোবেল পুরস্কার পেলেও আমি এত খুশী হতাম না।। বার্ধক্য জরা দৃষ্টিহীনতা কোনও কিছু তাঁর চিন্তাভাবনা নতুন সৃষ্টিকর্মকে থামাতে পারে নি। তাঁর মত শিক্ষাব্রতী ভাষাতাত্ত্বিক বাংলা ও বাঙালির গর্ব। ভাষাতত্ত্ব ও পুরাণ ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যেও সুকুমার সেনের বিশেষ প্রজ্ঞা ছিল। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যাখ্যাতা ও রসজ্ঞ।

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 85/EO/JLD-II Dated:19/01/2024

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.- 20(e) / EO / JLD-II / 2023-24 dt. 19.01. 2024, for 8 nos.scheme (Tender 2023_ZPHD_650329_1 to 2023_ZPHD_650329_8), within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 29.01.2024 up to 5.00 pm respectively.Details may be obtained from website:https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura

Notice Inviting E-Tender No.: 15/2023-24 (2nd call)

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied , reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 18/01/2024 from 06.30 P.M to 25/01/2024 at 6.30 P.M. Date of submission of Technical Bid & Financial Bid 18/01/2024 from 06.30 P.M to 25/01/2024 at 4.30 pm. Date of opening of Technical Bid at office of the Chingani Gram Panchayat on 29/01/2024 from 12.00 P.M. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার(ওয়ার্কস)এন.সি. রেলওয়ে,ঝাঁসি ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য অন লাইন (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে সিল করা ওপেন টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ই-টেন্ডার নম্বর JHS-ENGG-C-২০২৪-১৪ | **কাজের বিবরণ** VGLJ-CNB

বিভাগ ADENCNB-এর অধীনে ডিএন লাইনের বিভিন্ন গার্ডার সেতুতে এইচ-বিম স্লিপার দিয়ে ৬৬৯টি চ্যানেল স্লিপার প্রতিস্থাপন।

আনুমানিক খরচ ২২৯৫২৩৬৬.৩৪ | **বায়না টাকা ২৬৪৮০০.০০**

ইস্যু গ্রহণযোগ্যতা পত্র থেকে সমাপ্তির তারিখ সময়কাল ০৬ মাস

টেন্ডার বন্ধ করার তারিখ-১৩.০২.২০২৪ ১৫,০০টায়। টেন্ডার অন লাইন হতে পারে ১৩.০২.২০২৪ তারিখে ১৫,০০ ঘন্টা পর্যন্ত জমা দেওয়া সম্পূর্ণ বিবরণ এবং বিড জমা দেওয়ার জন্যঅনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন **124/24(P)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নম্বরঃ PU-CNB-ST-MSDAC-T65-2024 তারিখঃ ১৯.০১.২০২৪

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য এবং তার পক্ষে, ডেপুটি চিফ সিগন্যাল এবং টেলিযোগাযোগ সংস্থা/প্রকল্প/কানপুর দুটি প্যাকেট সিস্টেমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা সহ স্বনামধন্য ঠিকাদার/যৌথ উদ্যোগ সংস্থাগুলি থেকে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে খোলা দরপত্র আহ্বান করেছে, দরপত্রে উল্লিখিত খোলার তারিখে ১৫:০০টা পর্যন্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র খোলার তারিখ ছুটি ঘোষণা করা হলে বা কারিগরি কারণে নির্ধারিত তারিখে দরপত্র খোলা না হলে পরবর্তী কার্যদিবসে দরপত্র খোলা হবে।

কাজের আনুমানিক খরচঃ টাকা ৯,৩৭,২৫,৫৫৭,১৯ (টাকা নয় কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর এবং মাত্র উনিশ পয়সা)।

কাজের নামঃ এমএসডিএসসি-এর সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং, প্রয়াগরাজ বিভাগের ইটাওয়া কানপুর বিভাগে ফাফুন্দ, ভরথানা আছলদা স্টেশন এবং জিএমী-পক্ষিধাম স্বয়ংক্রিয় বিভাগে বন্যা প্রবণ স্টেশন/স্বয়ংক্রিয় বিভাগে স্টেশন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং এবং রিলে কুঁড়েঘর এবং সংশ্লিষ্ট কাজে পরিবর্তন/অদলবদল তথা সম্বন্ধীয় কাজ।

বায়না মূল্যঃ ৬১৮৬০০.০০ টাকা (মাত্র ছয় লক্ষ আঠারো হাজার ছ'শো টাকা)। **টেন্ডার ফর্মের পরিমাণঃ** কিছু না। **কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য শূন্য সময়কালঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার ফর্মের উপলব্ধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখের ২১ দিন আগে টেন্ডার ফর্ম ওয়েব পোর্টাল www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। **দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়ঃ** ১২.০২.২০২৪, ১৫:০০টে পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়** ১২.০২.২০২৪, ১৫:৩০টায়। **টেন্ডার খোলার স্থানঃ** অনলাইন পোর্টাল www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন এজেন্সি/প্রকল্প/কানপুরের অফিসে টেন্ডার খোলা হবে। **অফারের মেয়াদঃ** খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **টেন্ডার লেনদেনের জন্য রেলওয়ের অধিকারঃ** রেলওয়ে প্রশাসন কোনো কারণ ব্যতিরেকে যে কোনো সময় যেকোনো বা সব দরপত্র স্থগিত/পরিবর্তন/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

বায়না ছাড়া দরপত্র বাতিল করা হবে। টেন্ডার ফর্ম এবং অন্যান্য বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে। আগ্রহী দরপত্রদাতাদের www.ireps.gov.in-এ আমন্ত্রিত যেকোনো টেন্ডারে অংশ নিতে www.ireps.gov.in-এ নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন। **131/24 (A)**

North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @northcentralrailway | @CPRONCR

উত্তর সেন্ট্রাল রেলওয়ে

নম্বর-PU-CNB-ST-CNB-FTP-MSDAC-T64-2024 তারিখ-১৯.০১.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ (দুটি প্যাকেট)

ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার পিইউ কানপুর, উত্তর মধ্য রেলওয়ে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সক্ষমতা সহ স্বনামধন্য ঠিকাদার জেভি সংস্থাগুলি থেকে দুটি প্যাকেট সিস্টেমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য খোলা ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ১৫.০০ ঘন্টা উল্লিখিত ই-টেন্ডার খোলার তারিখে। যদি খোলার তারিখটি ছুটি ঘোষণা করা হয় বা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে অফার খোলা না যায়, তাহলে অফারগুলি পরবর্তী কার্যদিবসে খোলা হবে। **দরপত্রের বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:**

কাজের নাম ঃ এমএসডিএসি এর সরবরাহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং,স্টেশন এবং রিলে হাটগুলিতে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এ পরিবর্তন এবং প্রয়াগরাজ বিভাগের ফতেহপুর-চান্দারি (এফটিপি-সিএনবিআই) বিভাগে সংশ্লিষ্ট কাজ।

কাজের আনুমানিক খরচ ঃ প্রায় টাকা ২৫,৯৫,৬৩,৬১৯.৮১-শুধুমাত্র (পঁচিশ কোটি পচানব্বই লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শ উনিশ টাকা একাশি পয়সা মাত্র), **বিড নিরাপত্তা** টাকা ১৪৪৭৮০০.০০- (মাত্র চোদ্দ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশত টাকা) ., **টেন্ডার ফর্মের মূল্য- NIL**, সমাপ্তির সময়কাল- ১৮ মাস।, **টেন্ডার ফর্মের উপলব্ধতা**- দরপত্রের ফর্মগুলি ওয়েবসাইট, www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে দরপত্র খোলার তারিখের ২১ দিন আগে (ন্যূনতম), **দরপত্রের শেষ তারিখ সময়** ১২.০২.২০২৪ ১৫,০০ ঘন্টার আগে, **টেন্ডার খোলার তারিখ সময়**-১২.০২.২০২৪ ১৫,৩০ঘন্টা। **খোলার স্থান** অনলাইন ই-পোর্টাল www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে Dy এর অফিসে। **CSTEPUCNB**, ঝাকরকাটি বাস স্ট্যান্ডের কাছে, কানপুর (UP), **অফারের বৈধতা** খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন।, দরপত্র মোকাবেলা করার রেলওয়ের অধিকার, রেলওয়ে প্রশাসন দরপত্র স্থগিত পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে কোন কারণ বরাদ্দ ছাড়া। www.ireps.gov.in-এ আমন্ত্রিত দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের বাধ্যতামূলকভাবে ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েবসাইট পড়ুন দয়া করে. GCC ২০২২-এ লেটেস্ট এডিএস সহ দেওয়া ফর্মগুলিতে বিড নিরাপত্তা জমা দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে। ১৩০২৪(DG) **130/24(DG)**

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

[redacted]

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following Development work under Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1.	2024_MAD_651176_1	22.01.24	15.02.24	17.02.24
2.	2024_MAD_651176_2	22.01.24	15.02.24	17.02.24
3.	2024_MAD_651176_3	22.01.24	15.02.24	17.02.24
4.	2024_MAD_651176_4	22.01.24	15.02.24	17.02.24
5.	2024_MAD_651176_5	22.01.24	15.02.24	17.02.24
6.	2024_MAD_651176_6	22.01.24	15.02.24	17.02.24
7.	2024_MAD_651176_7	22.01.24	15.02.24	17.02.24
8.	2024_MAD_651176_8	22.01.24	15.02.24	17.02.24
9.	2024_MAD_651176_9	22.01.24	15.02.24	17.02.24

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Chairman
Tarakeswar Municipality

ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

মুম্বাই ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নং.- ১

২য় তলা, টেলিফোন ভবন, স্ট্র্যান্ড রোড কোলাবা, মুম্বাই-৪০০০০৫
টি.আর.পি. নং ৮৬২০১৬

প্রদর্শনী নং ১৯
পরবর্তী তারিখ:০৭/০২/২০২৪

ইউকো ব্যাংক...আবেদনকারী শংসাপত্র ধারক
বনাম
মাইক্রোসফট. সর্বশক্তি টেক্সটাইল প্রসেসর প্রাইভেট লিমিটেড এবং ওআরএস

....বিবাদী / সার্টিফিকেট দেনাদার

বিক্রয় ঘোষণা নিস্পত্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি

প্রতি,
১.মেসার্স সর্বশক্তি টেক্সটাইল প্রসেসর প্রাইভেট লিমিটেড
২২-এ, জগজীবন ম্যানশন, ৩য় তলা, ২য় ফানাসওয়াড়ি, দাদিশেঠ আগিয়ারি লেন, মুম্বাই - ৪০০ ০০২।
২. কামা সাহেব! আগরওয়াল
৪৯৬ বি, লাকি হাউস, ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮,১৩ তম রোড, চেম্বুর, মুম্বাই।

৩. মিঃ ভোলাশঙ্কর আগরওয়াল
৪৯৬ বি, লাকি হাউস, ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮,১৩ তম রোড, চেম্বুর, মুম্বাই।

...বিবাদী (প্রত্যয়নপত্র দেনাদার)

যেখানে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার আবেদনকারী ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে টাকা ৭,৩৪,০২,২৮৪- (টাকা সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ দুই হাজার দুইশ চুরাশি মাত্র) সুদ এবং খরচ সহ।
যেখানে আপনি অর্থ প্রদান করেননি এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্ন-উল্লেখিত সম্পত্তি সংযুক্ত করেছেন এবং এটি বিক্রির আদেশ দিয়েছেন।
আপনাকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ০৭ / ০২ / ২০২৪, বিক্রয়ের ঘোষণা অঙ্কন এবং এর শর্তাদি নিস্পত্তির জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনাকে এতদ্বারা ঘোষণার শর্তাবলীর নিস্পত্তিতে অংশ নেওয়ার জন্য এবং উল্লিখিত সম্পত্তি বা তার কোনও অংশের সাথে সংযুক্ত কোনও দায়বদ্ধতা, চার্জ, দাবি বা দায়বদ্ধতার নোটিশে আনতে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সম্পত্তির স্পেসিফিকেশন

১. ফ্ল্যাট নং ৬০১ এবং ৬০২, ৬ তলা, লাকি কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ১৩ তম রোড, চেম্বুর, মুম্বাই-৪০০ ০৭১।
২. ওয়ার্ড নং ২৬, মৌজা নোয়াপাড়া, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর ২০টি কোট্টা জমি পরিমাপ করা হয়েছে যার কাঠামো ৭২, অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, পুলিশ স্টেশন, বরানগর, কলকাতা- ৭০০৯০।
২০২৪ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে আমার হাতে এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরে দেওয়া হয়েছে।

এসডি-
(আশু কুমার)
রিকভারি অফিসার
ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-১, মুম্বাই

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting (Crm.), KMC** invites percentage rate tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/CRM/DHC/02/2023-24 (1st call)
Name of the work : **Thorough painting of the air pollution control device including 30 Mtrs. self supported chimney at Dhapa Human Crematorium.** Estimated Amount : **Rs. 1,57,184.00.** Earnest Money: **Rs. 3,200.00.** Period of Contract: **8 Days.** Last date and time of submission of bid: **03.02.2024 at 2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **25.01.2024 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting/Zone:II, KMC** invites E-Tender by two bid system for the following works:
1. NIT No. : LTG/150/47/VI/Z:II/2023-2024
Name of the work : **Repairing of decorative trident street lighting system in Ward-47.** Estimate Amount : **Rs. 1,99,073.02.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **07 Days.**
2. NIT No. : LTG/149/46/VI/Z II/2023-2024
Name of the work : **Repairing of decorative trident street lighting system in Ward-46.** Estimate Amount : **Rs. 1,98,887.18.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **07 Days.** Last date and time of submission of bid: **31.01.2024** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **22.01.2024** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-III, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/648
Name of work : **Supply and delivery of LED street light fittings at C.N. Roy Road and different places in Ward No-66, Br-VII.** Estimated Amount : **Rs. 4,70,685.00.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of completion of bid: **31.01.2024** up to **12 noon.** Tender opening date: **31.01.2024** at **4 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/644
Name of work : **Supply and delivery of street light fitting at Coal Dock Road, Goragacha Road in Ward No-79.** Estimated Amount : **Rs. 4,98,044.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date and time of completion of bid: **30.01.2024** up to **12 noon.** Tender (Technical) opening date: **30.01.2024** at **2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **19.01.2024** at **6 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1) and **19.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 2). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for sl. no. 2).

The **Executive Engineer (Electrical)Ltg/Z-IV, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/230/23-24
Name of work : **Renovation and development works of street lighting system at Baghajatin D Block surrounding areas in Ward No-102, Br-XII.** Estimated Amount : **Rs. 1,98,796.28.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of completion of bid: **30.01.2024** up to **2 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/248/23-24
Name of work : **Development of street lighting system at different areas in Wd No-102, Br-XII.** Estimated Amount (including GST & CESS): **Rs. 1,99,496.21.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of completion of bid: **01.02.2024** up to **2 p.m.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/38R/23-24
Name of work : **Installation work of electrical wiring & other electrical allied works of Satelite Health Center (SHC) at 36/1, P.G.M. Shah Road near Pipe Bustee in Ward No94 under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 2,90,069.98.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of completion of bid: **02.02.2024** up to **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2) and **22.01.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no 1 to 3). 1311/23-24

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604• Tel: (91-22) 41035000
Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার গহনার নীলাম সম্পর্কিত জনসাধারণের নোটিশ

সাধারণ জনসাধারণকে এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে দেনাদারের দ্বারা নিয়মিত নয় এমন গোল্ড লোন, GL9945948, GL15017716, GL15386507, GL15538537, GL15904192, GL16179200, GL16388641, GL16584412, GL16646095, GL16890762, GL17001109, GL17010441, GL17049786, GL17084273, GL17092639, GL17114897, GL17148467, GL17220716, GL17235974, GL17236984, GL17242816, GL17295431, GL17355836, GL17416506, GL17439571, GL17521119, GL17528443, GL17590055, GL17600954, GL17613708, GL17616108, GL17680306, GL17693407, GL17702869, GL17708602, GL17716285, GL17718523, GL17822244, GL17851872, GL17874059, GL17903353, GL17918873, GL17957095, GL17971240, GL17980057, GL18013486, GL18018659, GL18067734, GL18176992, GL18179010, GL18182127, GL18182884, GL18202685, GL18203782, GL18224244, GL18229207, GL18231303, GL18240116, GL18255227, GL18257782, GL18306643, GL18318077, GL18326161, GL18339823, GL18345743, GL18355769, GL18361338, GL18362115, GL18362646, GL18365488, GL18379122, GL18411291, GL18411915, GL18423909, GL18429658, GL18435379, GL18435591, GL18440208, GL18445381, GL18446096, GL18449771, GL18452145, GL18453450, GL18462896, GL18467860, GL18469960, GL18486153, GL18495775, GL18502446, GL18505169, GL18506482, GL18506518, GL18508851, GL18513203, GL18514053, GL18514365, GL18514693, GL18515891, GL18516675, GL18522501, GL18532839, GL18540700, GL18549171, GL18560673, GL18569696, GL18580933, GL18581594, GL18582201, GL18583989, GL18587183, GL18588576, GL18588735, GL18590426, GL18597104, GL18598637, GL18601138, GL18601194, GL18606058, GL18606316, GL18607127, GL18607232, GL18612127, GL18613339, GL18616007, GL18616075, GL18620419, GL18622119, GL18626327, GL18634539, GL18640594, GL18647277, GL18648713, GL18654603, GL18656273, GL18663582, GL18668071, GL18677993, GL18681195, GL18681401, GL18682065, GL18683612, GL18685048, GL18685674, GL18686884, GL18692353, GL18694541, GL18710886, GL18718326, GL18718398, GL18724169, GL18730263, GL18735368, GL18739529, GL18740998, GL18741279, GL18745788, GL18753318, GL18762850, GL18765899, GL18769235, GL18772078, GL18775477, GL18778287, GL18791368, GL18792236, GL18794011, GL18794218, GL18794542, GL18794701, GL18796748, GL18799449, GL18809627, GL18809878, GL18812549, GL18814995, GL18823406, GL18824049, GL18830298, GL18830871, GL18835143, GL18837278, GL18841089, GL18844121, GL18848736, GL18850483, GL18856562, GL18865467, GL18869089, GL18878629, GL18880116, GL18882730, GL18884859, GL18890754, GL18891095, GL18899966, GL18902311, GL18904227, GL18907224, GL18916617, GL18925537, GL18934947, GL18946326, GL18953003, GL18953518, GL18953791, GL18954661, GL18969130, GL18970631, GL18974046, GL18974483, GL18974691, GL18974902, GL18976295, GL18979013, GL18981808, GL18984959, GL18985751, GL18986771, GL18987736, GL18988542, GL18988625, GL18988884, GL18989012, GL18989830, GL18990767, GL18992026, GL18992208, GL18992583, GL18993354, GL18993844, GL18993871, GL18994087, GL18994251, GL18994431, GL18996033, GL18998665, GL19000876, GL19001195, GL19004151, GL19006553, GL19008644, GL19009005, GL19009480, GL19010187, GL19010648, GL19013493, GL19014545, GL19016223, GL19018169, GL19019158, GL19020033, GL19027424, GL19028147, GL19028195, GL19029041, GL19031357, GL19032022, GL19035307, GL19035695, GL19035841, GL19037875, GL19038299, GL19038615, GL19039759, GL19041175, GL19042039, GL19042358, GL19042657, GL19044226, GL19045010, GL19046139, GL19049053, GL19051095, GL19051649, GL19052659, GL19056679, GL19058460, GL19058744, GL19059212, GL19061111, GL19061592, GL19063354, GL19063408, GL19066170, GL19068788, GL19069657, GL19109544, GL19109677, GL19110158, GL19113377, GL19114282, GL19116163, GL19120912, GL19122769, GL19124098, GL19124987, GL19126024, GL19130727, GL19130758, GL19131798, GL19146132, GL19147443, GL19149555, GL19151756, GL19153193, GL19153661, GL19154052, GL19155420, GL19157923, GL19159662, GL19161265, GL19162673, GL19162740, GL19163777, GL19167000, GL19167183, GL19168261, GL19168653, GL19169079, [illegible]

:: 2 ::

GL27048939, GL27048991, GL27049292, GL27050283, GL27050395, GL27050398, GL27050429, GL27050561, GL27050597, GL27050673, GL27050701, GL27051124, GL27051132, GL27051220, GL27051321, GL27051559, GL27051801, GL27051830, GL27051837, GL27051957, GL27052037, GL27052078, GL27052084, GL27052170, GL27052222, [illegible]

GL29160200, GL29160355, GL29194474, GL29198438, GL29198978, GL29199605, GL29199724, GL29210117, GL29212072, GL29214342, GL29215994, GL29216651, GL29220022, GL29222489, GL29223767, GL29234839, GL29235833, GL29247600, GL29248029, GL29250200, GL29259145, GL29260764, GL29261184, GL29261449, GL29263893, GL29263897, GL29264646, GL29271318, GL29276546, GL29285533, GL29286078, GL29286997, GL29289260, GL29292781, GL29294316, GL29299748, GL29315044, GL29316289, GL29323103, GL29333272, GL29333515, GL29337394, GL29337863, GL29339395, GL29341732, GL29342765, GL29343727, GL29343776, GL29346093, GL29348026, GL29349022, GL29349653, GL29366695, GL29366936, GL29369415, GL29374418, GL29377577, GL29387244, GL29387398, GL29389523, GL29393617, GL29399550, GL29401520, GL29406836, GL29420605, GL29421714, GL29431692, GL29432339, GL29437268, GL29437697, GL29437964, GL29438746, GL29439065, GL29440305, GL29442768, GL29453140, GL29456330, GL29465473, GL29465729, GL29465849, GL29467211, GL29468101, GL29468945, GL29470030, GL29480330, GL29480672, GL29483798, GL29484438, GL29487145, GL29490500, GL29493362, GL29494778, GL29495145, GL29506137, GL29506637, GL29507275, GL29507596, GL29508502, GL29510029, GL29511991, GL29516399, GL29518555, GL29520166, GL29529906, GL29535507, GL29538661, GL29543599, GL29550794, GL29553175, GL29555588, GL29556930, GL29557928, GL29558945, GL29560506, GL29562531, GL29563555, GL29573754, GL29574407, GL29576286, GL29580356, GL29584576, GL29586320, GL29591082, GL29591559, GL29593078, GL29594818, GL29604428, GL29605973, GL29623588, GL29632328, GL29648036, GL29652824, GL29653107, GL29726373, GL29730651, GL29761596, GL29805037, GL29825549, GL29828919, GL29831194, GL29831775, GL29838669, GL29838928, GL29854738, GL29909477, GL29933596, GL29979130, GL29991010, GL29996748, GL30015801, GL30021386, GL30021773, GL30025632, GL30076667, GL30093750, GL30102473, GL30117175, GL30121993, GL30122165, GL30122290, GL30127385, GL30131902, GL30133313, GL30154524, GL30154779, GL30156146, GL30156905, GL30171941, GL30175462, GL30175562, GL30182861, GL30183496, GL30197265, GL30202446, GL30202740, GL30238527, GL30240818, GL30246052, GL30265620, GL30357626, GL30375054, GL30430889, GL30465453, GL30501363, GL30520979.

আমরা 25-01-2024 তারিখে সকাল ১০.০০টায় সংশ্লিষ্ট তালুক * কেন্দ্রে বন্ধক রাখা সোনার গহনাগুলির একটি নিলাম পরিচালনা করছি যেখান থেকে এই ধরনের ঋণ নেওয়া হয়েছিল। আমাদের ওয়েবসাইট www.iifl.com-এ এই ধরনের তালুকের * কেন্দ্রের ঠিকানা যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে। যদিও, কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, যেমন অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা আপনার সুবিধার জন্য, নিলাম একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হতে পারে E Procurement Technologies Limited-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে 25-01-2024 তারিখে 10.00 A.M. । সমস্ত খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে নিলাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিলাম সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের বন্ধক রাখা সোনার গহনা এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট তালুকে * কেন্দ্রে প্রদর্শিত করা হয়েছে। নিলাম প্রক্রিয়া নিজ নিজ শাখায় প্রদর্শিত করা হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের কাছে সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও যে কোনও ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ পর্যন্ত তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বিকল্প রয়েছে। যদিও, খেলাপি ঋণ যেগুলি এই প্রকাশনার তারিখে অর্থাৎ 22-01-2024 তারিখে বা তারপরে বন্ধ করা হবে সেগুলিকে আনুপাতিক প্রকাশনা চার্জ বহন করতে হবে।

দরদাতাদের 24-01-2024 তারিখে সোনার গহনা পরিদর্শন করার জন্য এবং তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সোনা নিলাম করা হচ্ছে ''যেমতাবস্থায় আছে'' ভিত্তিতে। কোম্পানির দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া এবং শর্তাবলী অনুযায়ী নিলাম পরিচালিত হবে। যদি নিলামের দিন খেলাপি হিসাবের বিষয়ে নিলাম সম্পন্ন না হয়, তাহলে বন্ধক রাখা স্বর্ণ অলংকার গুলি পরবর্তী দিন গুলিতে কোনো নোটিশ ছাড়াই নিলাম করা হবে। নিলামের জন্য শর্তাবলী কোম্পানি তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে পরিবর্তন করতে পারে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দরপত্র গ্রহণ কোম্পানির নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পূর্ব কোনো তথ্য ছাড়াই নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট অপসারণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং পূর্ব কোনো তথ্য ছাড়াই নিলামের তারিখ বাতিল * পরিবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

তারিখ: 22-01-2024

অথরাইজড্ অফিসার
(আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড)

অন্য কিছু বিস্তারিত জানার জন্যে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:
IIFL FINANCE LTD., No.1, Shakesphere Sarani, 8th Floor, AC Market, Kolkata 700071, West Bengal • Contact: 90071 05223 / 74396 78189

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন সবাইকে বিনামূল্যে চাবিস্কুট খাওয়াবেন বালুরঘাটের বিশু

বালুরঘাট, ২১ জানুয়ারি ঃ রাত পোহালেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন। সোমবার অয়োধ্যায় নবনির্মিত মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করা হবে । আর ওইদিন সবাইকে বিনা মূল্যে চাবিস্কুট খাওয়াবেন বালুরঘাট শহরের ডি মোরের চা ব্যবসায়ী মলয় সরকার ওরফে বিশু(৫৮)। চিরকালই এলাকায় রামভক্ত বলেই পরিচিত।

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় যখন রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এলাকায় বিনামূল্যে চা বিস্কুট খাওয়াবেন তিনি। যারা দোকানে আসবেন তাদেরই বিনা পয়সায় চাবিস্কুট খাওয়াবেন বলে জানাচ্ছেন বিশু। ভগবান রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওই দিন সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে চা ও বিস্কুট খাওয়াবেন বলে জানাচ্ছেন তিনি। সকালে দোকান খোলা থেকে রাতে দোকান বন্ধ পর্যন্ত যতক্ষণ দোকান খোলা থাকবে বিনামূল্যে চা এবং বিস্কুট খাওয়াবেন বলে জানিয়েছেন ।

শুধু মুখে ঘোষণা নয়, রীতিমতো ফ্লেক্স করে দোকানের সামনে তা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। সাফ বলছেন, সবাই আসুন। কারও থেকে টাকা নেব না। আর্থিক অনটন সংসারে থাকার পরও বিশুর এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিশুর বাড়ি শহরের নাইন জুয়েলস

ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। বিয়ে করেননি। বাড়িতে বর্তমানে ভাই, ভাইঝি ও ভাইয়ের স্ত্রী আছে। সেখানেই তিনি খাওয়া দাওয়া করেন। শারীরিক সমস্যার জন্য ঠিকমতো কথা বলতে পারেন না তিনি। দীর্ঘ ১৪-১৫ বছর ধরে বালুরঘাট শহরেশহরের নাইন জুয়েলস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়র সত্যজিৎ সিনেমা হল সংলগ্ন ডি মোড়ে চায়ের দোকান করে আসছেন।

চায়ের দোকান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই সংসার খরচ চালান, দাঁড়ান অসহায় মানুষদের পাশে। অনেক ভবঘুরে ও অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চা-বিস্কুটও খাওয়ান। দীর্ঘদিন ধরেই শুনে আসছেন রাম মন্দির হচ্ছে। অবশেষে আগামী সোমবার তার শুভ উদ্ধোধন হবে। তাই ভগবান রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওই দিন সাধারণ মানুষদের বিনামূল্যে চা ও বিস্কুট খাওয়াবেন বলে জানাচ্ছেন তিনি।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অযোধ্যায় পৌঁছলেন মোহন ভাগবত

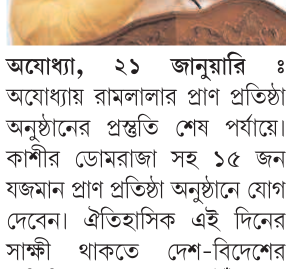

অযোধ্যা, ২১ জানুয়ারি ঃ অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। কাশীর ডোমরাজা সহ ১৫ জন যজমান প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ঐতিহাসিক এই দিনের সাক্ষী থাকতে দেশ-বিদেশের অতিথিরা এসে পৌঁছেছেন অযোধ্যায়। সারা দেশ থেকে এসে পৌঁছেছেন সাধুসন্তরা । নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবারই অযোধ্যায় এসে পৌঁছেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। অযোধ্যা পৌঁছলে মোহন ভাগবতকে এদিন অভিবাদন জানানো হয়। আরও অনেকেই অযোধ্যা এসে পৌঁছেছেন। অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত এদিনই অযোধ্যায় এসে পৌঁছেছেন। অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন অনু মালিক প্রমুখ।

২২ জানুয়ারি ছুটি ঘোষণা হিমাচলে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সিদ্ধান্ত সুখু সরকারের

শিমলা, ২২ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি, সোমবার ছুটি ঘোষণা করল হিমাচল প্রদেশ সরকার। অর্ধদিবস নয়, গোটা দিনের জন্যই ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি দফতর, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকবে আগামীকাল। রবিবার হিমাচল প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশে সরকারি ছুটি থাকবে। হিমাচলের সুখবিন্দর সিং সুখু সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি দফতর, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকবে আগামীকাল। এছাড়াও ব্যাঙ্কও এই ছুটির আওতায় থাকবে।

ধনুশকোডির আরিচাল মুনাই পয়েন্ট পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর, পুষ্পার্ঘ্য মোদীর

চেন্নাই, ২১ জানুয়ারিঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা-র ঠিক একদিন আগে, রবিবার তামিলনাড়ুর ধনুশকোডির আরিচাল মুনাই পয়েন্ট পরিদর্শন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে ধনুশকোডির আরিচাল মুনাই পয়েন্ট পরিদর্শন করেন মোদী, সেখানে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে যে, এই আরিচাল মুনাই পয়েন্ট থেকেই রামসেতু তৈরি হয়েছিল। এদিন সকালে সমুদ্রের তীরে বসে বেশ কিছু সময় প্রাণায়ামও করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সূর্য প্রণামও করেন তিনি। প্রসঙ্গত, রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দেশের বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, আর রবিবার সকালে ধনুশকোডির আরিচাল মুনাই পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন তিনি।

শিলিগুড়িতে মন্দির সাফাই কর্মসূচিতে শ্রিংলা

শিলিগুড়ি, ২১ জানুয়ারিঃ রাম মন্দির উদ্বোধনকে সামনে রেখে শিলিগুড়িতে মন্দির সাফাই কর্মসূচিতে অংশ নিলেন প্রাক্তন আমলা হর্ষবর্ধন শ্রিংলা । রবিবার শিলিগুড়ি হাসপাতালের পাশে মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতে সাফাই কর্মসূচি চালান তিনি। পরে শ্রিংলা জানান, অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের ঠিক আগে এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পেরে তিনি ধন্য। আগামীকাল অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিন নিজের প্রধান নগরের বাসভবনে রাম পুজোর আয়োজন করেছেন হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

অবশেষে বন্ধ থাকা বালুরঘাট হিলি রেল লাইনের কাজের শুভারম্ভ করা হল

হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২১ জানুয়ারিঃ প্রায় ১৪ বছর আগে বালুরঘাট হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে বন্ধ থাকা বালুরঘাট হিলি রেল লাইনের কাজের শুভারম্ভ করা হল। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার আপ্তের এলাকায় যমুনা নদীর অর্ধসমাপ্ত রেল ব্রীজের কাজের জন্য পুনরায় শুভারম্ভ করা হল। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রেলের এই কাজের শুভ সূচনা করেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কাটিহারের ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার সহ রেলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এই কাজের মধ্য দিয়ে বালুরঘাট হিলি রেল লাইনে ৫ টি অর্ধসমাপ্ত ব্রীজের কাজের সূচনা করা হল। এই কাজের জন্য ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও এই রেল লাইন সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণ করতে প্রায় ২৯৮ কোটি টাকা রেল জেলা প্রশাসনকে দিয়েছে। যার মধ্যে ৩৩ কোটি টাকা জমিদাতাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেছে।

পিকনিক করতে এসে দামোদরের জলে ডুবে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ জানুয়ারীঃ পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলা থেকে পিকনিক করতে এসে দামোদরের জলে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু হল ২ যুবকের। মৃত ২ যুবকের নাম শুভাশিস দাস ও সাগর দাস। দুজনেরই বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে হুগলির চন্ডীতলা থানার বেগমপুর এলাকা থেকে পিকনিক করতে একটি দল এসেছিল মেমারি থানার পাল্লারোড সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী দের সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকরা মদ্যপ অবস্থায় দামোদর নদে স্নান করতে নেমেছিল। কোনো কারণে তারা জলে তলিয়ে যায়। অন্যরা প্রথমে তাদের খোঁজার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হয়ে মেমারি থাবার পুলিশ কে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দুটি দেহ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহ দুটির ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যালে পাঠানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শীতের মরশুমে দামোদর সংলগ্ন এলাকায় পিকনিক করতে আসা দলগুলির উপর নজরদারি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

বই মেলার জন্য মেট্রো পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) বিশেষ পরিষেবা

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ আনন্দ শহরের সকল বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর! মেট্রো আজ ২১.০১.২০২৪ (রবিবার) পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে (গ্রীন লাইন) বিশেষ পরিষেবা চালাবে যারা বইপ্রেমীদের সুবিধার্থে ৪৭ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা দেখতে যাবেন, যা বোমেলা প্রাঙ্গন, সল্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৮ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত লেক মেট্রো ২১.০১.২০২৪ তারিখে গ্রীন লাইনে ৮০টি পরিষেবা (৪০টি পূর্ব-বাউন্ড এবং ৪০টি পশ্চিম-বাউন্ড) চালাবে এই লাইনে মেট্রো পরিষেবা ১২,৫৫ ঘন্টা থেকে ২২,০০ ঘন্টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে ১৪,৫৫ ঘন্টা থেকে ২১,১৯ ঘন্টা পর্যন্ত ১২ মিনিটের ব্যবধানে পরিষেবাগুলি চালানো হবে প্রথম পরিষেবা ১২,৫৫ টায় শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত ১৩,০০ টায় সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত শেষ পরিষেবা ২১,৩৫ টায় শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত ২১,৪০ টায় সল্টলেক সেক্টর ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত।

অনুমতি নিয়ে পুলিশ নয়, ওঝা ডেকে চোর ধরা হচ্ছে নন্দীগ্রামে

দুরন্ত বার্তা,নন্দীগ্রাম, ২১ জানুয়ারিঃ পুলিশ নয়, ওঝা ডেকে চোর ধরা হচ্ছে নন্দীগ্রামে, তাও আবার বি জে পি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সরকারি প্যাডে দেওয়া অনুমতি নিয়ে। ভারত চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান থ্রি পাঠালেও মধ্যযুগীয় বর্বরতা আজও নন্দীগ্রামে অটুট রয়েছে। নন্দীগ্রাম দুনম্বর ব্লকের বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করে বিজেপি। বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা শিব শংকর জানা নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সোনার গহনা চুরি যায়। এই চুরির ঘটনা কে কেন্দ্র করে গ্রামে পঞ্চায়েত সদস্যের উপস্থিতিতে সালিশি সভা বসে। সেই সভায় ঠিক হয় ওঝা ডেকে চোর ধরা হবে। ওঝা ডেকে চোর ধরার অনুমতি স্বরূপ,বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্যাডে, পঞ্চায়েত সদস্য এবং ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে ওঝা এসে স্থানীয় ভাষায় নল ধরকা নামের কোন বস্তু দিয়ে ওই গ্রামেরই বাসিন্দা বনবিহারী জানা নামের এক ব্যক্তির পরিবারকে সনাক্ত করেন। ওঝা চোর সনাক্ত করার পরেই বনবিহারী জানার পরিবারের উপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার মারধর থেকে শুরু করে বাড়িঘর ভাঙচুর। অসহায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বনবিহারী বাবু তিনি নন্দীগ্রাম থানার দ্বারস্থ হন। তিনি ওই এলাকার কয়েকজনের নামে নন্দীগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে পরীক্ষার সময় বদলালো, ছুটি নেই নেতাজীর জন্মদিনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন,২১ জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকার নেতাজীর জন্মদিনে ছুটি দিলেও কেন্দ্র সরকারের নেই কোনো ঘোষিত ছুটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে। তবে, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে নরেন্দ্র মোদীর রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বহু আগে ঘোষিত পরীক্ষার সময়সূচি বদলালো। এরফলে অসুবিধায় পড়বেন পড়ুয়ারা। অন্যদিকে, নেতাজীর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারি সিকিউরিটি টেন্ডার কমিটি গঠন সক্রান্ত একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে তেইশে জানুয়ারি বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মসচিব, যুগ্ম কর্মসচিব থেকে বিভিন্ন আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন। যদিও শান্তিনিকেতন কর্মী মণ্ডলীর পক্ষ থেকে সিংহসদনে নেতাজী স্মারক আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ। নেতাজীর সঙ্গে কবিগুরুর সম্পর্ক ছিল গভীর। আর এখানে জড়িয়ে আছে বাঙালির আবেগ। অথচ ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট মহাজাতি সদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে নেতাজিকে 'দেশনায়ক' হিসাবে আখ্যা দিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে সেই উপলক্ষ্যে নেই ঘোষিত ছুটি। অন্যদিকে, কেন্দ্রের মর্জিতে বাইশে জানুয়ারি রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীতে একগুচ্ছ নির্ধারিত পরীক্ষার সময়সূচি পাল্টানো হয়েছে। জানা গেছে, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার পরীক্ষা ছিল সকাল দশটা থেকে। পরীক্ষার সময় পরবর্তিত করে বেলা দুটো থেকে করা হয়েছে। কারণ রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কারণে বিশ্বভারতীতে অর্ধ দিবস ছুটি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এম এস ডব্লিউ সেমেস্টারের পরীক্ষা একইভাবে দ্বিতীয়ার্ধে করা হয়েছে। এর ফলে পরীক্ষা চলবে বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। ইন্দো-তিবেতান ভাষা স্নাতক স্তরে তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষাও প্রথমার্ধে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে করা হয়েছে। শিক্ষা ভবনের স্নাতকস্তরের পঞ্চম সেমেস্টার এবং স্নাতকোত্তর স্তরে তৃতীয় সেমেস্টারের পরীক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে রাখা হয়েছে। নেতাজীর জন্মদিন তেইশে জানুয়ারি সরকারি ভাবে কোন ঘোষিত ছুটি নেই বিশ্বভারতীতে।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ

আলিপুরদুয়ারঃ স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইন এলাকায়। জানা গিয়েছে রবিবার সকাল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ স্ত্রী ববিতা মাঝির সঙ্গে পারিবারিক বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুর্জন।

Name Change
I BHABANI PRASAD MUKHERJEE,SON OF PRAFULLA MUKHERJEE, RESIDING AT VILL-BAKALSA,PO-FARIDPUR,P.S-DEWANDIGHI,PURBA BARDHAMAN - 713426,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHABANI MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/01/2024.THAT BHABANI PRASAD MUKHERJEE AND BHABANI MUKHERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BISWAJIT PAUL,Son of CHITTARANJAN PAUL, Residing at 485, Raja Rammohan Roy Road, Netaji Sarak, Post office- Pashchim putiary Police station-Behala,Kolkata - 700041,West Bengal.Shall henceforth be known as AKASH PAUL vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 17/01/2024.That BISWAJIT PAUL and AKASH PAUL all are the same and one identical person.

Name Change
I SAHAZADI BEGUM, W/O BAPPA MOLLA, R/O W-110, HAJI RATAN LANE, PO RAJABAGAN, KOLKATA - 700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHAZADI KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2024, THAT SAHAZADI BEGUM AND SAHAZADI KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I IFTEKHAR KHAN, S/O LATE MUMTAZ AHMED KHAN, R/O 9/1, PILKHANA 2ND BYE LANE, Howrah,PS GOLABARI, DIST HOWRAH, PIN-711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS IFTEKHAR AHMED KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2024, THAT IFTEKHAR KHAN AND IFTEKHAR AHMED KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) JALIL MONDAL S/o- HASEN MONDAL, Residing at Vill- Paschim Polladanga, Post- Velanagar, Ps - Nowda, Dist-Murshidabad, Pin- 742121, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from JALIL MONDAL To ABDUL JALIL MONDAL (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) ABDUL JALIL MONDAL in all purpose Vide an affidavit No-746868 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad 05/01/2024, ABDUL JALIL MONDAL and JALIL MONDAL both are Same and one identical person.

রঞ্জিতে উজ্জ্বল পূজারা

ঢুকে পড়লেন গাভাসকর-সচিন-দ্রাবিড়দের এলিট গ্রুপে

বদোদরা, ২১ জানুয়ারিঃ বাদোদরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ভিসিএ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সৌরাষ্ট্র এবং বিদর্ভের মধ্যে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ চলাকালীন বাইশ গজে অনন্য কীর্তি অর্জন করেছেন চেতেশ্বর পূজারা। প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে ২০ হাজার রান পূর্ণ করেছেন তিনি। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেটে এমন করা প্রথম খেলোয়াড় হয়েছিলেন পূজারা। এই মাইলফলক ছুঁতে একটি দুর্দান্ত হাফ সেঞ্চুরি করেন তিনি। এর ফলে নিজের ব্যাটিং দক্ষতাকে প্রমাণ করেন চেতেশ্বর। চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এমনটি করলেন চেতেশ্বর পূজারা। এই তালিকায় তাঁর আগে রয়েছেন সুনীল গাভাসকর, সচিন তেন্ডুলকর ও রাহুল দ্রাবিড়ের নাম। ক্রিজে দীর্ঘ সময় ব্যাট করার জন্য নিজের পরিচিত স্টাইলেই খেলেন ৩৫ বছর বয়সি পূজারা। একটি পরিমাপক ইনিংস খেলেন তিনি। ১৩৭ বলের মোকাবেলা করে স্কোর বোর্ডে ৬৬ রান তোলেন তিনি। তবে নিজের এদিনের ইনিংসকে সেঞ্চুরিতে রূপান্তর করতে পারেননি পূজারা। হর্ষ দুবের বলে এলবিডব্লিউ আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। বিশ্বরাজ সিং জাদেজার সঙ্গে ৮৭ রানের জুটি গড়েন পূজারা। এর ফলে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ম্যাচের গতি সৌরাষ্ট্রের দিকে চলে যায়। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে, পুজারা আবার রানের জন্য ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর ১৭তম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের ৩৫৬ বলে অপরাজিত ২৪৩ রান করে সৌরাষ্ট্রকে চার উইকেটে ৫৭৮ রানের শক্তিশালী ইনিংস ঘোষণা করতে সাহায্য করেছিলেন। এরফলে ঝাড়খণ্ডকে ১৪২ রানে অল আউট করায় প্রথম ইনিংসে ৪৩৬ রানের বিশাল লিড দিতে সাহায্য করেছিল। এই ম্যাচে তিনি স্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছিলেন। রঞ্জি ট্রফিতে চেতেশ্বর পূজারার দুর্দান্ত ডাবল সেঞ্চুরিটি কেবল মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে তাঁর অষ্টম ডাবল সেঞ্চুরি ছিল। তবে প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে এটি ছিল তার ১৭তম ডাবল সেঞ্চুরি। প্রথম-শ্রেণির ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরির দিক থেকে তার চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান। তাঁর নামে রয়েছে ৩৭ ডাবল সেঞ্চুরি। ওয়ালি হ্যামন্ড ৩৬টি এবং প্যাটসি হেনড্রেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২২টি ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের পর থেকে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও পূজারা ব্যাট হাতে তার প্রতিভা প্রদর্শন করে গিয়েছেন। ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাট করছেন শুভমন গিল। কিন্তু রঞ্জির এই মরশুমে পূজারা যেভাবে পারফর্ম করেছেন, তাতে মনে হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটে আবারও কামব্যাক করতে পারেন তিনি। ভারত এখন ২৫ জানুয়ারি থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে। এমন পরিস্থিতিতে, ভক্তরা চাইবেন তাঁর রঞ্জি ট্রফি ফর্মের ভিত্তিতে তিনি আবার টিম ইন্ডিয়াতে জায়গা পাবেন।

‘ও ম্যাচ উইনার’

রিঙ্কু সিংয়ে মুগ্ধ এ বার এবিডি

জোহানেসবার্গ, ২১ জানুয়ারিঃ বছর খানেক আগেও তাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি হত না। আইপিএলের মঞ্চে তিনি নিজের জাত চিনিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি শুধু কেকেআরের প্রহরী বলেই পরিচিতি পেয়েছিলেন। অবশ্য লাইমলাইটে আসতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। কঠোর পরিশ্রমের ফলও তিনি পেয়েছেন। দেশে তো বটেই বিদেশেও এখন আলিগড়ের নবাব রিঙ্কু সিংয়ের নাম শোনা যাচ্ছে। তৈরি হয়েছে রিঙ্কুর ফ্যান-ফলোয়ার্স। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা প্রায়শই রিঙ্কুকে প্রশংসায় ভরান। এ বার প্রোটিয়া কিংবদন্তি এবি ডে ভিলিয়ার্সও ভারতের তরুণ ফিনিশার রিঙ্কু সিংকে প্রশংসায় ভরালেন। এখনও ২৬ বছর বয়সী রিঙ্কু সিং দেশের হয়ে ২টি ওডিআই এবং ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি দেশের সফল ফিনিশারের তকমা পেয়েছেন। এ বার এবিডিও সেই কথাই বললেন। রিঙ্কু সিং একজন ম্যাচ উইনার। এ কথা অনেকেই বলেছেন। এ বার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার এবি ডে ভিলিয়ার্স বলেছেন, ‘‘রিঙ্কু একজন ফ্যান্টাস্টিক প্লেয়ার, একজন ম্যাচ উইনার। ওকে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে দেখে ভালো লাগছে। ধারাবাহিক ভাবে ভালো খেলে দলকে এ ভাবে আরও ম্যাচ জেতাও।’’ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগে শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের ৩টি ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন রিঙ্কু সিং। তাতে তিনি করেছিলেন যথাক্রমে ১৬*, ৯* ও ৬৯* রান। রিঙ্কু সিং ম্যাচ ফিনিশ করে মাঠ ছাড়া প্রায় অভ্যেসে পরিণত করে ফেলেছেন। আফগানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচের শেষে ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা প্রশংসায় ভরিয়েছিলেন রিঙ্কুকে। আইপিএলে লোয়ার অর্ডারে রিঙ্কু সফল। জাতীয় দলেও ঠিক একই কাজ করেন রিঙ্কু। দেশের হয়ে গত কয়েকটি টি-২০ ম্যাচে রিঙ্কুকে ধারাবাহিক পারফর্ম করতে দেখে তাই স্বস্তি পেয়েছেন ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিতও। কেকেআরে রিঙ্কুর সঙ্গে খেলেছেন আফগান তারকা ক্রিকেটার রহমানুল্লা গুরবাজ। তিনিও রিঙ্কুকে এক ব্যতিক্রমী ফিনিশার বলেছেন। গুরবাজের কথায়, ‘‘ও নিঃসন্দেহে একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবং একজন ব্যতিক্রমী ফিনিশার। প্রতিবার ব্যাট করতে যাওয়ার সময় বল দেখার প্রতি ওর গভীর মনোযোগ দেখার মতো। রিংকু একজন চতুর ক্রিকেটার। পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ওর রয়েছে। ওর ভারতের পরবর্তী ফিনিশার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে ও দলে উল্লেখযোগ্য অবদানও রাখছে।’’

এফএ কাপের ধাঁচে হবে সুপার কাপ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ এই মুহূর্তে এএফসি এশিয়ান কাপের পাশাপাশি চলছে সুপার কাপ। ইতিমধ্যেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে গ্রুপ পর্ব। সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে জামশেদপুর এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল এফসি। এখনও বাকি রয়েছে আরও দুটি দলের ওঠার। তবে চলতি মরশুমের মাঝেই সুপার কাপকে আগামী বছর থেকে নতুন ফরম্যাটে আয়োজিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমনটাই জানা গিয়েছে সংবাদ প্রতিদিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে। শুধু তাই নয়, এবার সারা বছর ধরে সুপার কাপ খেলানোর জন্য সমস্তরকমের পরিকল্পনা করা হচ্ছে এফএ কাপের মতো। ফুটবলারদের জাতীয় দলের সঙ্গে ক্লাব ফুটবল খেলার সূচিকে মাথায় রেখে সবরকমের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে ফেডারেশনের বৈঠকে। এই বৈঠকে আরও ঠিক করা হয়েছে যে আগামী সুপার কাপে শুধু আইএসএল বা আই লিগের নয়, দ্বিতীয় ডিভিশনেরও বেশকিছু ক্লাব অংশগ্রহণ করুক কারণ এটা করলেই সব ফুটবলারদের একই ছাতায় আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি আই লিগের ক্লাবগুলির উপরও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়েছে। নজর দেওয়া হবে তাদের পরিকাঠামো বদলের দিকে। বৈঠকে উপস্থিত কর্তাদের মতে পরিকাঠামো, আর্থিক পরিস্থিতি, এই সবকিছু ঠিক করা না হলে চাপ হবে আইএসএলে এবং একই সঙ্গে দেশের ঘরোয়া ফুটবলের যে মান তৈরি হয়েছিল সেটাও নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া খরচ বা এএফসি কাপ খেলার জন্য দলগুলি লাইসেন্স নিয়েও আলোচনা করা হয় এই বৈঠকে। এবার কর্তারা তাকিয়ে এফএসডিএল-এর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের দিকে। সেখানে সবকিছু ঠিক হলেই পরবর্তী সুপার

কাপের ফরম্যাট নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, সুপার কাপ পড়েছে চতুর্থ মরসুমে। টুর্নামেন্টের মূল পর্বের খেলা শুরু হয়েছে ৯ জানুয়ারিতে। যোগ্যতা অর্জন পর্ব শেষ হয়েছে ৮ জানুয়ারিতে। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা, যোগ্যতা অর্জন ও গ্রুপ পর্ব মিলিয়ে ১৭। মোট ১৬টি দল খেলেছে গ্রুপ পর্বে। তাদের ভাগ করা হয়েছিল ৪টি গ্রুপে। অর্থা প্রতিটি গ্রুপে ছিল চারটি করে দল। সবকটি গ্রুপ থেকে একটি করে দল যাবে সেমিফাইনালে। ম্যাচগুলির জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের দুটি আলাদা মাঠকে। ফাইনাল ম্যাচটি খেলা হবে ২৮ জানুয়ারি। এবার দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত কে জেতে এবারের খেতাব।

আর্জেন্টিনার টেলিভিশনের খবর

মেসি, দি মারিয়া খেলতে চান প্যারিস অলিম্পিকে

বুয়েনস আইরেস, ২১ জানুয়ারিঃ আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেছিলেন আগেই। একই চাওয়ার কথা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার থিয়াগো আলমাদাও। এমনকি ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (আইওসি) প্রেসিডেন্ট টমাস বাখও নিজের ইচ্ছা লুকাননি। এবার জানা গেল লিওনেল মেসির ইচ্ছাও একই। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম ডিরেকটিভি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে চান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। মেসির সঙ্গে অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছা আনহেল দি মারিয়ারও। বয়সভিত্তিক ফুটবলের বাইরে আর্জেন্টিনার হয়ে মেসি ও দি মারিয়ার প্রথম বড় অর্জন ছিল ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে সোনা জয়। ক্যারিয়ারের শেষবেলায় দুজনই আবার অলিম্পিকে খেলার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে করেছেন। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে ফিফা উইন্ডোতে চীন সফরে যাবে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা যদি অলিম্পিকে খেলা নিশ্চিত করে, তাহলে একই সময়ে সেখানে অনূর্ধ্ব-২৩ ও অনূর্ধ্ব-২০ দলকেও পাঠানো হবে। যাতে মেসি-দি মারিয়াদের সঙ্গে বয়সভিত্তিক দলের খেলোয়াড়দের সংযোগ ভালোভাবে গড়ে ওঠে। কয়েক দিন আগে ডিস্পোর্টস রেডিওর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ মাচেরানো এমনও জানান যে অলিম্পিকে জায়গা করতে পারলে লিওনেল স্কালোনিই কোচ থাকুক, এমনটি আশা তাঁর। আর্জেন্টাইন ফুটবলের পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র ডিরেকটিভি স্পোর্টসকে নিশ্চিত করে, স্কালোনিকে প্যারিসে পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মাচেরানোকে সহকারী বা কোচিং স্টাফের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে রাখা হবে।

দি মারিয়া জুন-জুলাইয়ে কোপা আমেরিকা খেলেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। অলিম্পিক দলে ডাক পেলে প্যারিসেই ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন বেইজিং অলিম্পিক ফাইনালের গোলদাতা দি মারিয়া। অবশ্য মেসি-দি মারিয়া নিজেরা এবং কোচ মাচেরানো প্যারিস অলিম্পিকের বিষয়ে ইতিবাচক থাকলেও তাদের ইচ্ছা পূরণ হবে কি না, এখনই নিশ্চিত নয়। কারণ, আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের অলিম্পিকে অংশগ্রহণ এখনো নিশ্চিত হয়নি। জুলাই-আগস্টে ফ্রান্সে হতে যাওয়া অলিম্পিকে খেলবে ১৬টি দল। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সুযোগ পাবে দুটি। এ জন্য লাতিন অঞ্চলের অলিম্পিক বাছাইয়ে শীর্ষ দুইয়ে থাকতে হবে আর্জেন্টিনাকে, ভেনিজুয়েলায় যে লড়াই শুরু হচ্ছে আজ। ডিরেকটিভি স্পোর্টস নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে ‘এক্সক্লুসিভ’ খবরে জানায়, মেসি এবং দি মারিয়া প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে আগ্রহী। নিজেদের আগ্রহের বিষয়টি তাঁরা একাধিকবার প্রকাশও খেলোয়াড় হিসেবে মেসি, দি মারিয়ার সঙ্গে মাচেরানোও বেইজিং অলিম্পিকের দলে ছিলেন। গত বছর তিনিই প্রথম মেসিকে প্যারিস অলিম্পিকে খেলানোর বিষয়টি সামনে আনেন। অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী, স্কোয়াডে অনূর্ধ্ব-২৩ বছর বয়সী খেলোয়াড়দের সঙ্গে তিনজন বেশি বয়সী খেলোয়াড় থাকতে পারেন। এরই মধ্যে ৩৭ বছর বয়সী মেসিকে প্যারিস অলিম্পিকে খেলোয়াড় হিসেবে দেখার ইচ্ছার কথা জানিয়ে রেখেছেন আইওসির প্রধানও। অক্টোবরের শেষ দিকে টমাস বাখ বলেন, ‘‘আমি কোচের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে মেসি নতুন ইতিহাস লিখলে সেটা চমৎকার ব্যাপারই হবে। প্যারিসে তাঁর উপস্থিতি অলিম্পিক গেমসের জন্য, ফুটবলের জন্য দারুণ কিছুই হবে। প্যারিসে তাঁকে পাওয়ার আশা আমরা করতেই পারি।’’ প্যারিস অলিম্পিকে ছেলেদের ফুটবল ইভেন্ট শুরু হবে ২৪ জুলাই, শেষ হবে ১০ আগস্ট। এর আগে ১৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে শেষ হবে কোপা আমেরিকা।

টানা ৮ ম্যাচ হারার পর রেকর্ড গড়ে জয় পেল পাকিস্তান

ক্রাইস্টচার্চ, ২১ জানুয়ারিঃ অবশেষে জয়ের দেখা পেল পাকিস্তান। বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানের টেস্ট সিরিজ হারার পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৪ ম্যাচেই হেরেছিল তারা। ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচসহ সব মিলিয়ে টানা ৮ ম্যাচে হারের পর আজ ক্রাইস্টচার্চে সিরিজে পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৪২ রানে হারিয়ে জয়খরা কাটিয়েছে পাকিস্তান। সেটাও রেকর্ড গড়ে। টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে সবচেয়ে কম রান করে জয় পাওয়া রেকর্ড এটি। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে তুলেছে ১৩৪। ছোট এই সংগ্রহ নিয়ে বোলিংয়ে নেমে নিউজিল্যান্ডকে ৯২ রানে অলআউট করেছে শাহিন আফ্রিদির দল। এর আগে ২০২১ সালে স্কোরবোর্ডে সর্বনিম্ন ১৫৬ রান তুলে জয় পেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, যদিও পাকিস্তানের এ জয়কে সান্ত্বনাই বলা ভালো। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তারা সিরিজ হেরেছে ৪-১ ব্যবধানে। ১৩৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামা নিউজিল্যান্ড এদিন শুরু থেকেই নড়বড়ে ছিল। প্রথম ৫ ওভারের মধ্যেই হারায় দুই ওপেনার ফিন অ্যালেন ও রাচিন রবীন্দ্রকে। দুজনের কেউই পাওয়ারপ্লে কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথম ৫ ওভারে রান আসে মাত্র ৩০। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা অ্যালেন ১৯ বলে আজ করতে পেরেছেন ২২ রান। এরপরও ১০ ওভার পর্যন্ত ম্যাচে ছিল নিউজিল্যান্ড। শেষ ১০ ওভারে তাদের প্রয়োজন ছিল ৮১ রান। হাতে ৭ উইকেট। তবে ১০ থেকে ১৫ ওভারের মধ্যে নিউজিল্যান্ড উইকেট হারায় ৫টি। ইফতিখার আহমেদ নেন ৩ উইকেট।

এরপর গ্লেন ফিলিপস নিউজিল্যান্ডকে আশা দেখালেও ম্যাচের ১৮তম ওভারের প্রথম দুই বলে ফিলিপস ও লকি ফার্গুসনকে আউট করে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন অধিনায়ক আফ্রিদি। ১৩৫ রানের জবাবে নিউজিল্যান্ড গুটিয়ে যায় মাত্র ৯২ রানে। অধিনায়ক হিসেবে এটি আফ্রিদির প্রথম জয়। টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয়বারের মতো ঘরের মাঠে ১০০ রানের নিচে গুটিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড। অন্য ঘটনাটিও এই পাকিস্তানের বিপক্ষে ২০১০ সালে। এর আগে টসে জিতে ব্যাটিং করা পাকিস্তান ওপেনিংয়ে সাইম আইয়ুবকে সরিয়ে এদিন খেলায় হাসিবুল্লাহ খানকে। অভিষেক ম্যাচ জ্বলে উঠতে পারেননি তিনি। টিম সাউদির বলে ফিরেছেন শূন্য রানেই। এরপর বাবর আজমকে সঙ্গে নিয়ে ৫৩ রানের জুটি গড়ন মহম্মদ রিজওয়ান, যদিও সেটা টি-টোয়েন্টি মেজাজে খেলে নয়। এই জুটি ৫৩ রান তুলতে বল খরচ করেছে ৫৬টি। দুবার ‘জীবন’ পেয়েও বাবর ১৩ রান করে আউট হন ২৪ বল খেলে। বাবর আউট হওয়ার পর ফখর জামানকে নিয়ে ১৯ বলে ৩৫ রানের জুটি গড়েন রিজওয়ান। এই ৩৫ রানের জুটিতে ১৬ বলে ৩৩ রানই আসে ফখরের ব্যাট থেকে। দলীয় ৮৮ রানে ফখর আউট হওয়ার পর ৯১ রানে ফেরেন মহম্মদ নওয়াজ। ৩৮ বলে ৩৮ রান করা রিজওয়ানও দলীয় ৯১ রানেই পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন। সেখান থেকে পাকিস্তানের রান ১৩৪-এ গেছে শাহিবজাদা ফারহানের ১৪ বলে ১৯ ও আব্বাস আফ্রিদির ৬ বলে ১৪ রানে। সাউদি, ম্যাট হেনরি, লকি ফার্গুসন ও ইশ সোধি প্রত্যেকে ২টি উইকেট নিয়েছেন। বোলারদের ম্যাচে ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন ইফতিখার। ৫ ম্যাচে ৫৫ গড়ে ২৭৫ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ওপেনার ফিন অ্যালেন।

স্প্যানিস খাবার খেয়েই আমার এত শক্তি আলকারাজ

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এবারই প্রথম চতুর্থ রাউন্ডে উঠলেন কার্লোস আলকারাজ। ম্যাচ শেষে গতকাল কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন ২০ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকা। তখনই প্রসঙ্গটা তোলেন সঞ্চালক, ‘‘আপনার বয়স ২০ বছর। তাঁর (আলকারাজের প্রতিপক্ষ) বয়স ১৮ বছর। কখনও নিজের চেয়ে কম বয়সী কারও মুখোমুখি হননি...।’’ এটুকু বলতেই হাসির রোল উঠল রড লেভার অ্যারেনার গ্যালারিতে। গত বছর উইম্বলডন এবং তার আগের বছর ইউএস ওপেনজয়ী এই তারকার মুখেও হাসিটা চিকচিক করে ফুটল। ‘‘টেনিসে অনেক তরুণ খেলোয়াড় উঠে আসছে, সেটা এই খেলার জন্যই ভালো’’- এমন দার্শনিকসুলভ কিছু কথা বলার পর আলকারাজও একটু মজা করলেন, ‘‘যাক, শেষ পর্যন্ত নিজের চেয়ে বয়সে ছোট কারও সঙ্গে খেলতে পারলাম!’’ সেই খেলা মোটেও জমেনি। ছেলেদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় সেরা আলকারাজ চীনের শ্যাং জিনচেংয়ের বিপক্ষে ৬-১, ৬-১, ১-০ গেমে এগিয়ে ছিলেন। তখন চোটের কারণে জিনচেং নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। মাত্র ৬৬ মিনিটের লড়াইয়েই চতুর্থ রাউন্ডের টিকিট পেয়ে যান আলকারাজ। তাঁর শটের বৈচিত্র্য এবং শক্তির সামনে দাঁড়াতেই পারেননি র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৪০তম জিনচেং। ম্যাচ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আলকারাজকে মনে করিয়ে দিয়ে সঞ্চালক একটু কৌতুকও করলেন, ‘‘এখন কি তাহলে অনুশীলনে ফিরবেন? এখানে নতুন একটি স্প্যানিশ রেস্তোরাঁ হয়েছে। কী করবেন? স্প্যানিশ খাবার খেতে যাবেন নাকি অনুশীলন করবেন?’’ আলকারাজ হেসে বললেন, ‘‘কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে আমি প্রতিদিনই স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করি। এত শক্তি আমি কোথায় পাই, ওই স্প্যানিশ খাবার খেয়েই তো।’’ ‘‘তাহলে তো বলতেই হয়, আপনি অনেক বেশি খান নিশ্চয়ই’’-উপস্থাপক আরেকটু মজা করলেন। আলকারাজ স্বীকার করলেন ভুল বলেননি উপস্থাপক, ‘‘আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আমি আমার দলবল নিয়েই খেতে যাই। আজ যাব কি না, সেই সিদ্ধান্ত পরে নেব।’’ চোটের কারণে গত বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে না খেলা আলকারাজ চতুর্থ রাউন্ডে খেলবেন পোল্যান্ডের উবার্ট উরকাজের বিপক্ষে।

শোয়েবকে তৃতীয় বিয়ের শুভেচ্ছা জানালেন সানিয়া

হায়দরাবাদ, ২১ জানুয়ারিঃ বিচ্ছেদ মানেই তেঁতো সম্পর্ক? সকলের তেমনটা হয় না। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সানা জাভেদের বিয়ের খবর। তৃতীয় বার বিয়ে করেছেন পাক তারকা ক্রিকেটার। আর শোয়েবকে তাঁর নতুন জীবনের পথচলার জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন ভারতের টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। শোয়েবের তৃতীয় বার বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই আলোচনা চলছিল যে, আদৌ সানিয়ার সঙ্গে শোয়েবের কি ডিভোর্স হয়েছে। এ বার শোয়েবের সঙ্গে মেয়ের ডিভোর্স নিয়ে মুখ খুললেন সানিয়ার বাবা। সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে তিনি জানালেন সত্যিটা। দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, সানিয়া আর শোয়েব সম্পর্কে ইতি টানতে চলেছেন। বার বার তাঁদের ডিভোর্সের খবর চাউর হয়েছিল। পাকিস্তানের অভিনেত্রী সানা জাভেদের সঙ্গে শোয়েবের বিয়ে হতেই, সানিয়ার সঙ্গে পাক ক্রিকেটারের ডিভোর্স নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে সানিয়ার

বাবা ইমরান মির্জা তাঁর ইন্সটাগ্রামে এক বিবৃতি দিয়ে সবটা পরিস্কার করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘সানিয়া ওর ব্যক্তিগত জীবনকে সব সময় সকলের আড়ালে রেখেছে। কিন্তু আজ এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাই এটা জানাতে বাধ্য হচ্ছি শোয়েবের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস আগেই ওর বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। ও শোয়েবকে ওর নতুন জীবনের পথচলা শুরু করার জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছে। সানিয়ার জীবনের খুব সংবেদনশীল একটা সময় চলছে, আমরা সকল অনুরাগী ও শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধ করব কোনওরকম জল্পনায় কান দেবেন না। এবং ওর গোপনীয়তাকে সম্মান জানান।’ শনিবার (২০ জানুয়ারি) সোশ্যাল মিডিয়ায় শোয়েব মালিক এবং সানা জাভেদ তাঁদের বিয়ের ছবি শেয়ার করেছেন। জানা গিয়েছে, ১৯ জানুয়ারি তাঁদের নিকাহ হয়েছে। এবং সেই অনুষ্ঠানে দুই পরিবারের কাছের আত্মীয় ও শোয়েব এবং সানার নিকট বন্ধুবান্ধবরা উপস্থিত ছিলেন।

জোড়া গোল ও সহায়তায় দুর্দান্ত এমবাপে

প্যারিস, ২১ জানুয়ারিঃ কিলিয়ান এমবাপের দলবদল নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। তবে কোনও কিছুই যেন এমবাপের মনোযোগে একটুও চিড় ধরাতে পারছে না। মাঠের পারফরম্যান্স অন্তত সেটাই বলে। কী দুর্দান্তভাবেই না নতুন বছরটা শুরু করেছেন এই ফরাসি তারকা! ম্যাচের পর ম্যাচে করে চলেছেন গোল। গতকাল রাতেও ফ্রেঞ্চ কাপের ম্যাচে জোড়া গোল ও সহায়তা করেছেন এই ফরোয়ার্ড। এমবাপের জ্বলে ওঠার রাতে অচেনা অরলেয়ান্সকে ৪-১ গোলে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ কাপের শেষ ষোলোতে উঠে গেছে পিএসজি। প্রতিপক্ষের মাঠে ১৬ মিনিটে এমবাপের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। প্রথমার্ধে এই এক গোলেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় পিএসজিকে। ৬৩ মিনিটে এমবাপেই পিএসজির পক্ষে ব্যবধান ২-০ করেন। তবে দুই গোল করেই থামেননি এই বিশ্বকাপজয়ী তারকা। গনসালো রামোস ও মাইয়ুলুলের গোলে করেন সহায়তা। চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৬ ম্যাচে এমবাপে গোল করেছেন ২৮টি। সঙ্গে আছে ৬টি সহায়তাও। তবে নতুন বছর বিবেচনায় নিলে এমবাপে যেন আরও দুর্দান্ত। এ বছর ৪ ম্যাচ খেলে এমবাপে গোল করেছেন ৭টি এবং সহায়তা ৪টিতে। অর্থাৎ এ বছর মাত্র ৪ ম্যাচেই ১১ গোলে জড়িয়ে আছে এমবাপের নাম। এই ম্যাচে আরও একবার একসঙ্গে মাঠে দেখা গেছে দুই এমবাপে-ভাইকে। ম্যাচের ৮০ মিনিটে মাঠে নামেন ইথান এমবাপে। এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর মেসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হয়েছিল ইথানের। সেদিনও একসঙ্গে খেলেছিলেন দুই ভাই। ম্যাচ শেষে এমবাপের পারফরম্যান্স নিয়ে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, ‘‘এগুলো দেখে আমরা অভ্যস্ত। এমবাপের জন্য এমন পারফরম্যান্স স্বাভাবিক ব্যাপার।’’ ফ্রেঞ্চ কাপের পর লুইস এনরিকেকে এবার মনোযোগ দিতে হবে লিগ ‘আঁ’র ম্যাচে। লিগে ২৯ জানুয়ারি পরের ম্যাচটি তারা খেলবে ব্রেস্তের বিপক্ষে। লিগে ১৮ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপর আছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে নিস আছে দ্বিতীয় স্থানে।

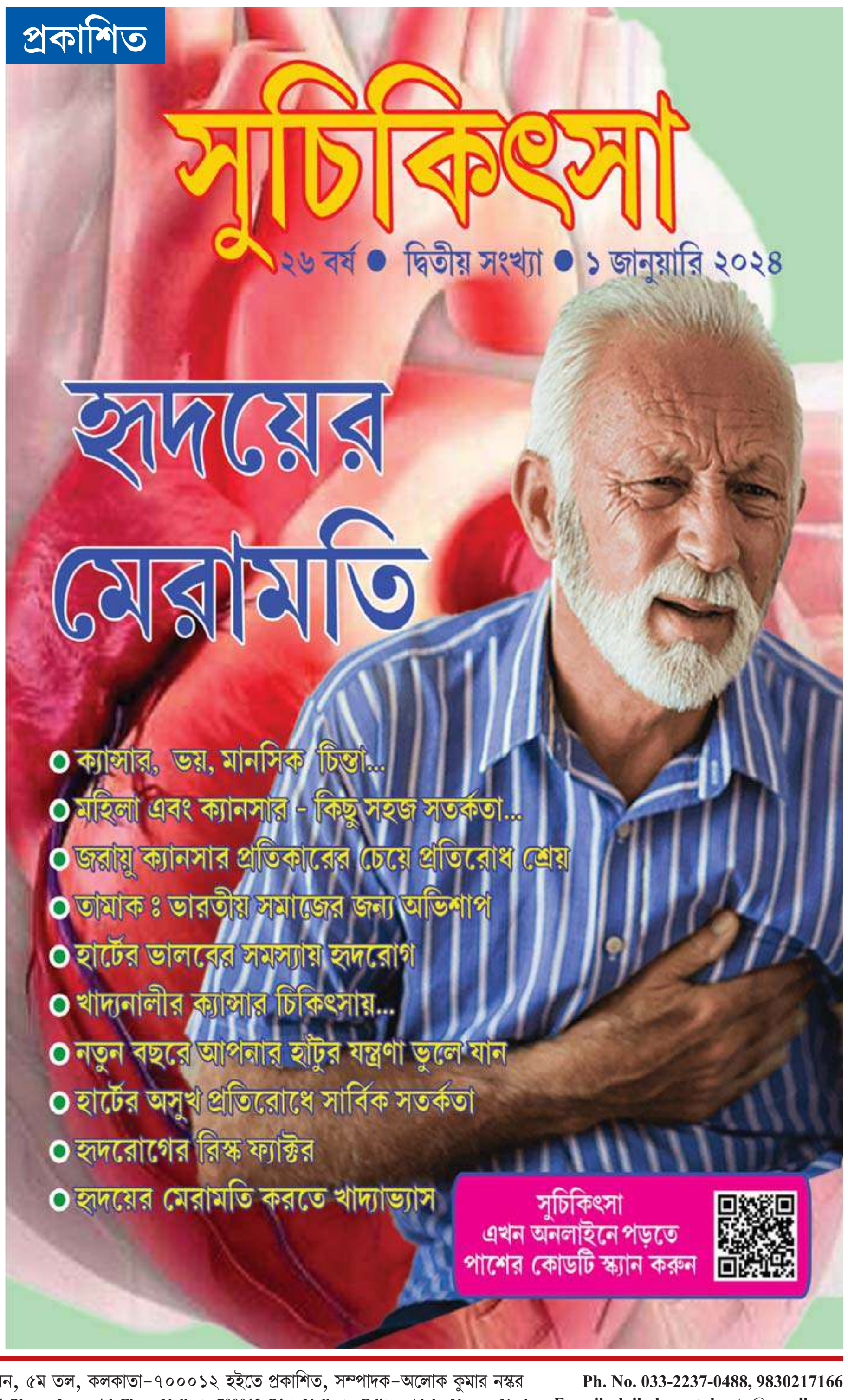

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com